শেয়ার বাজারে ট্রেডিং - বাংলা PDF বই

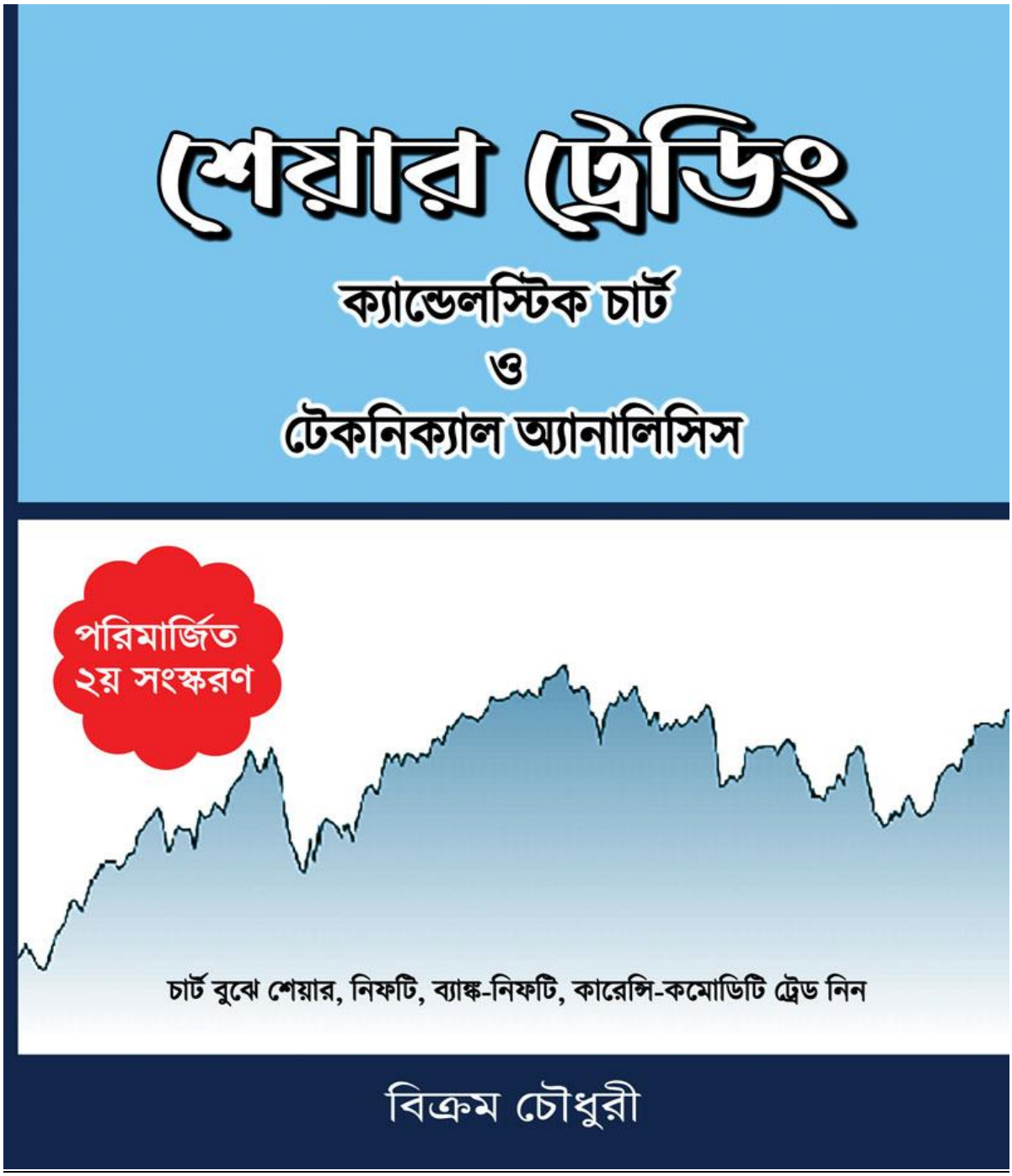

শেয়ার ট্রেডিং ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট ও টেকনিক্যাল এনালাইসিস

(২য় সংস্করণ)

লেখক - বিক্রম চৌধুরী

Bengali Book on Share Trading in PDF format sample chapters

Book Title – Share Trading Candlestick Chart o Technical Analysis

Author : Bikram Choudhury | Edition – 2nd, July 2023

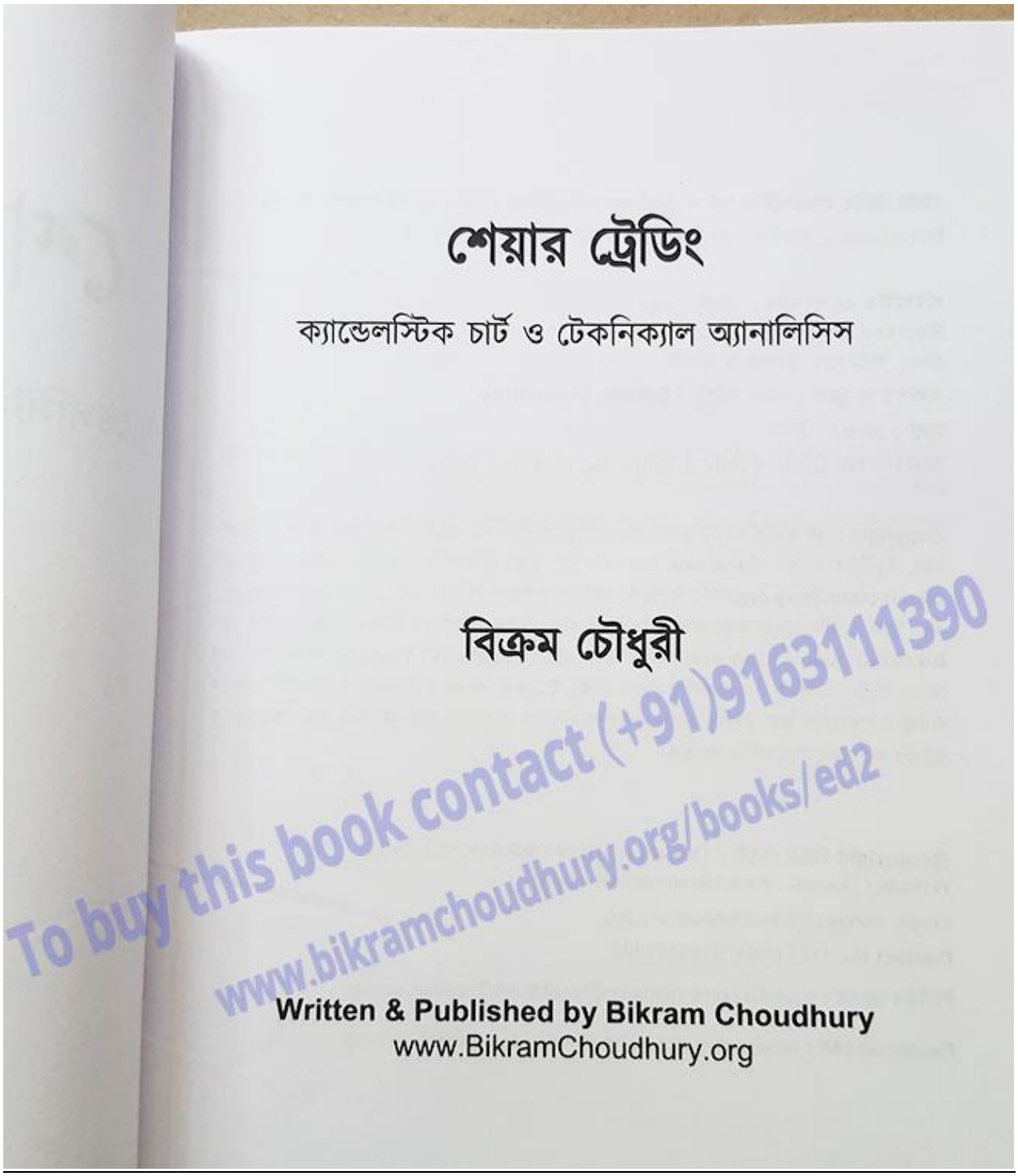

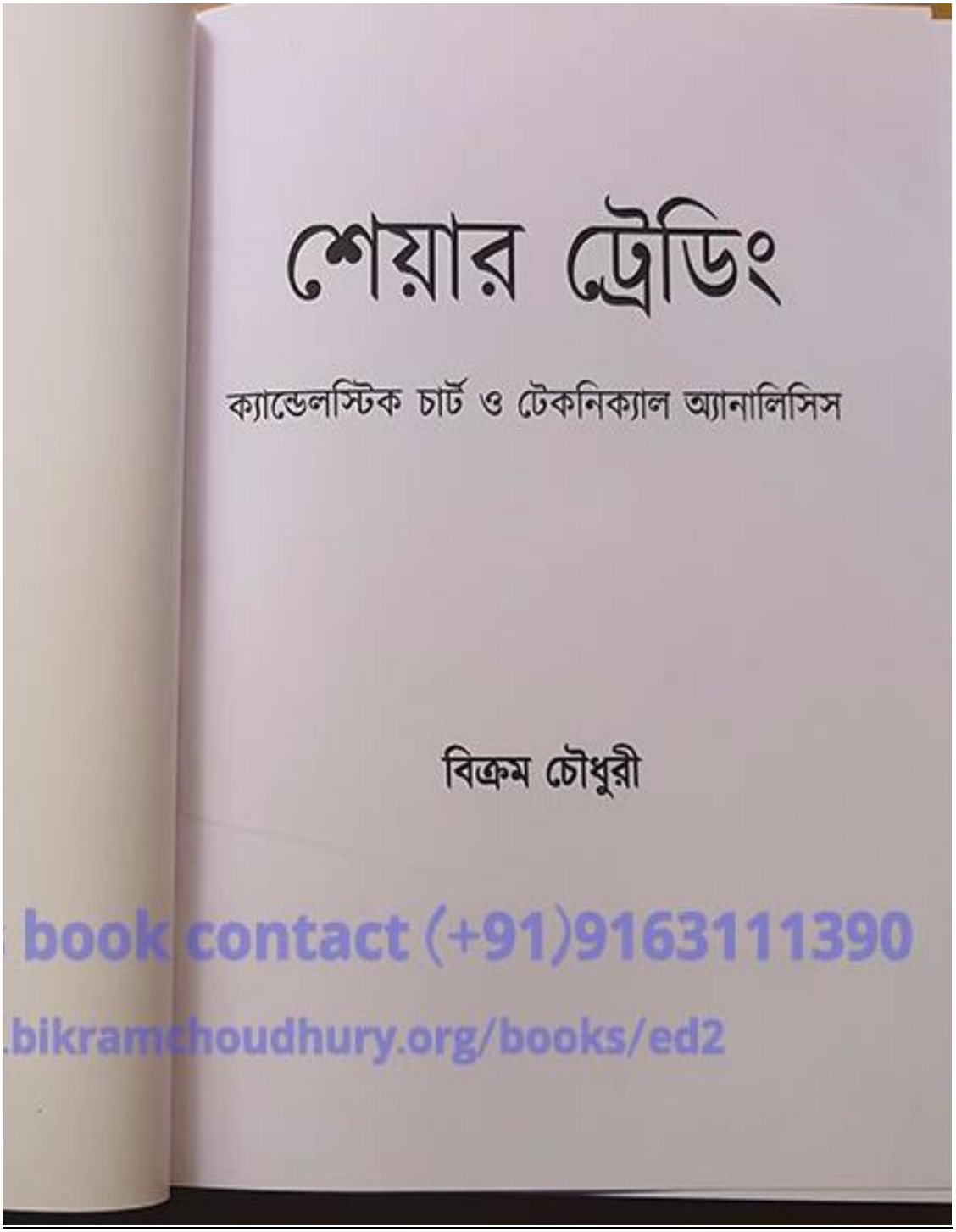

Book Title Page – Share Trading Candlestick Chart o Technical Analysis – 2nd Edition written by Bikram Choudhury

সূচীপত্র - ১

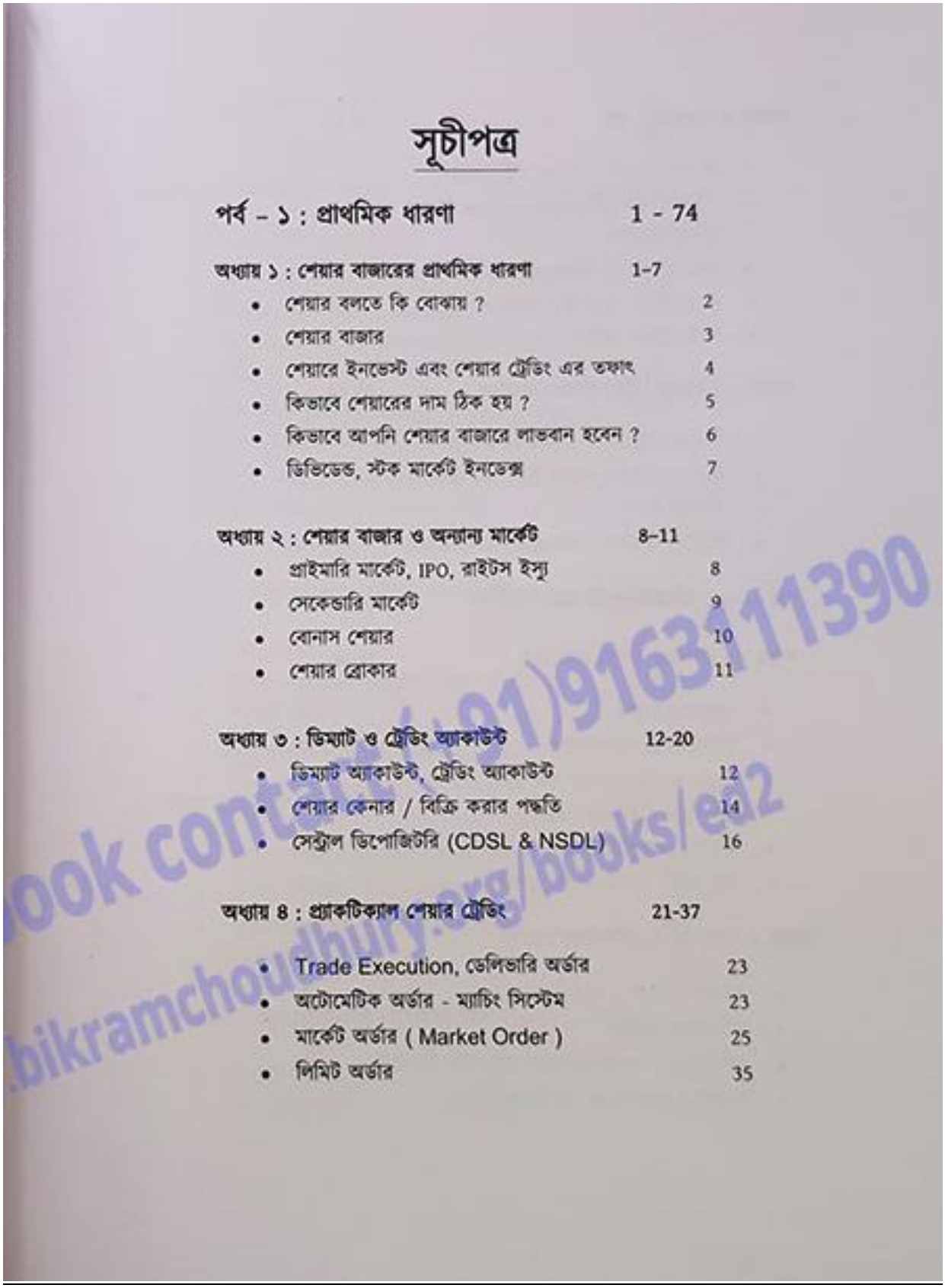

সূচীপত্র

পর্ব – ১ : প্রাথমিক ধারণা 1 - 74

অধ্যায় ১ : শেয়ার বাজারের প্রাথমিক ধারণা 1-7

- শেয়ার বলতে কি বোঝায় ? 2
- শেয়ার বাজার 3
- শেয়ারে ইনভেস্ট এবং শেয়ার ট্রেডিং এর তফাৎ 4
- কিভাবে শেয়ারের দাম ঠিক হয় ? 5
- কিভাবে আপনি শেয়ার বাজারে লাভবান হবেন ? 6
- ডিভিডেন্ড, স্টক মার্কেট ইনডেক্স 7

অধ্যায় ২ : শেয়ার বাজার ও অন্যান্য মার্কেট 8-11

- প্রাইমারি মার্কেট, IPO, রাইটস ইস্যু 8
- সেকেন্ডারি মার্কেট 9
- বোনাস শেয়ার 10
- শেয়ার ব্রোকার 11

অধ্যায় ৩ : ডিম্যাট ও ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট 12-20

- ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট, ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট 12
- শেয়ার কেনার / বিক্রি করার পদ্ধতি 14
- সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি (CDSL & NSDL) 16

অধ্যায় ৪ : প্র্যাকটিক্যাল শেয়ার ট্রেডিং 21-37

- Trade Execution, ডেলিভারি অর্ডার 23
- অটোমেটিক অর্ডার - ম্যাচিং সিস্টেম 23
- মার্কেট অর্ডার (Market Order) 25
- লিমিট অর্ডার 35

ook contact:(+91)9163111390
bikramchoudhury.org/books/ed2

Table of content of the book -1

সূচীপত্র - ২

অধ্যায় ৫ : শেয়ারের চার্ট 38-56

- ফ্রি-তে কিভাবে শেয়ারের চার্ট দেখবেন? 38
- ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট (Candlestick Chart) 41
- বুলিশ, বেয়ারিশ 43
- শেয়ারের বিভিন্ন টাইমফ্রেমের এর চার্ট 46
- ক্যান্ডেলস্টিক এবং বার, লাইন চার্ট 51
- লাস্ট ট্রেডেড প্রাইস 56

অধ্যায় ৬ : ইন্ট্রাডে ট্রেডিং কিভাবে করবেন 57-68

- কিভাবে ইন্ট্রাডে তে শেয়ার কিনতে হবে : 57
- ইন্ট্রাডে -কিভাবে লাভের টাকা ঘরে তুলবেন ? 58
- স্টপলস কি ? 61
- ইন্ট্রাডে শর্ট সেল / Intraday Short Sell 63

পর্ব – ২ : টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস 69

অধ্যায় ৭ : শেয়ারের ভল্যুম এবং ট্রেন্ড 71-88

- শেয়ারের ভল্যুম 71
- শেয়ারের ট্রেন্ড, আপট্রেন্ড 73
- High ও Low Point এর ধারণা 75
- ডাউনট্রেন্ড (DownTrend) 77
- কিভাবে ট্রেন্ড লাইন আঁকবেন চার্টে 79
- ট্রেন্ড লাইন কতটা কোণে থাকবে 86

অধ্যায় ৮ : সাপোর্ট ও রেসিস্ট্যান্স লেভেল 89-106

- সাপোর্ট লেভেল / Support Level 89
- রেসিস্ট্যান্স লেভেল 92
- রেসিস্ট্যান্স / সাপোর্ট লেভেল ব্রেক হলে কি ঘটে 94
- সাপোর্ট / রেসিস্ট্যান্স এর ভিত্তিতে ট্রেড 101

To buy this book cont
www.bikramchou

Table of content of the book -2

সূচীপত্র - ৩

- Dow সাহেবের মতবাদ 102
- এলিয়ট ওয়েভ 103

অধ্যায় ৯ : ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন 107-160

- ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন 107
- ডোজি ড্রাগনফ্লাই, গ্রেভ স্টোন, লম্বা শ্যাডো যুক্ত 109
- স্পিনিং-টপ ক্যান্ডেল - Spinning Top 117
- আমব্রেলা লাইন, হ্যাঙ্গিং-ম্যান, হ্যামার ক্যান্ডেল 119
- শুটিং স্টার ও ইনভার্টেড হ্যামার 124
- বেল্টহোল্ড এবং মারুবজু 129
- বুলিশ বেয়ারিশ এনগাল্ফিং প্যাটার্ন 131
- বুলিশ এবং বেয়ারিশ হারামি প্যাটার্ন 138
- ডার্ক ক্লাউড কভার, Piercing Line 141
- স্টার-প্যাটার্ন / Star Pattern 146

অধ্যায় ১০ : ট্রেন্ড চ্যানেল ও বিভিন্ন ধরণের ট্রেন্ড 161-179

- ট্রেন্ড চ্যানেল 162
- একটা ট্রেন্ড থেকে আরেকটা ট্রেন্ড এর সৃষ্টি 168
- লং টার্ম ট্রেন্ড 174
- সেক্যুলার এবং প্রাইমারি ট্রেন্ড 175

অধ্যায় ১১ : মুভিং অ্যাভারেজ 180-198

- সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজ / SMA 181
- এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ / EMA 188
- মুভিং অ্যাভারেজ লাইনের সাপেক্ষে ট্রেড 189
- ক্রসওভার স্ট্রাটেজি 193

অধ্যায় ১২ : এনভেলপ এবং বোলিঞ্জার ব্যান্ড 199-205

- এনভেলপ 199
- বোলিঞ্জার-ব্যান্ড 202

ntact (+91)9163111390
oudhury.org/books/ed2

Table of content of the book -3

সূচীপত্র - ৪

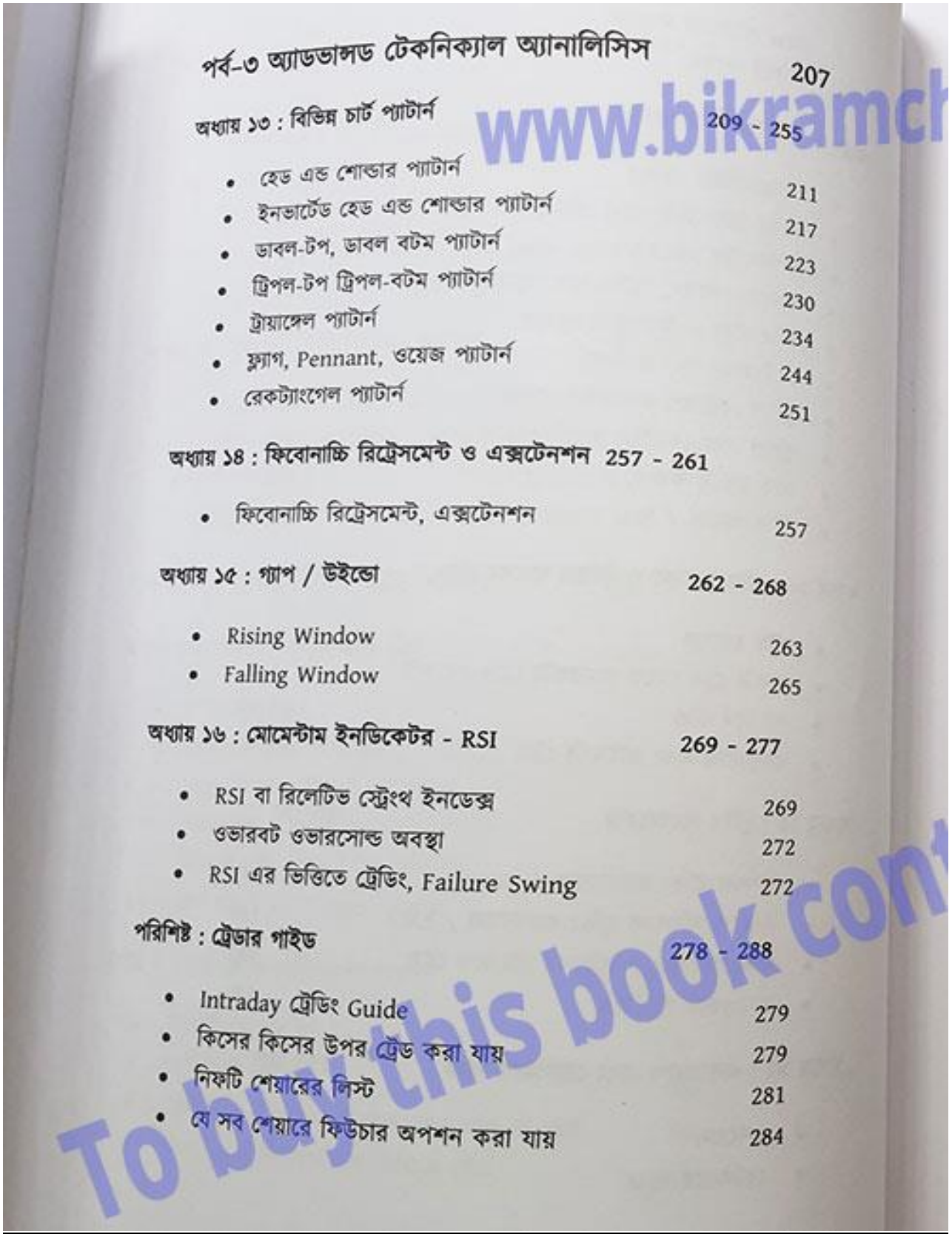

পর্ব-৩ অ্যাডভান্সড টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস 207

অধ্যায় ১৩ : বিভিন্ন চার্ট প্যাটার্ন 209 - 255

- হেড এন্ড শোল্ডার প্যাটার্ন 211
- ইনভার্টেড হেড এন্ড শোল্ডার প্যাটার্ন 217
- ডাবল-টপ, ডাবল বটম প্যাটার্ন 223
- ট্রিপল-টপ ট্রিপল-বটম প্যাটার্ন 230
- ট্রায়াঙ্গেল প্যাটার্ন 234
- ফ্ল্যাগ, Pennant, ওয়েজ প্যাটার্ন 244
- রেকট্যাংগেল প্যাটার্ন 251

অধ্যায় ১৪ : ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ও এক্সটেনশন 257 - 261

- ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট, এক্সটেনশন 257

অধ্যায় ১৫ : গ্যাপ / উইন্ডো 262 - 268

- Rising Window 263
- Falling Window 265

অধ্যায় ১৬ : মোমেন্টাম ইনডিকেটর - RSI 269 - 277

- RSI বা রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স 269
- ওভারবট ওভারসোল্ড অবস্থা 272
- RSI এর ভিত্তিতে ট্রেডিং, Failure Swing 272

পরিশিষ্ট : ট্রেডার গাইড 278 - 288

- Intraday ট্রেডিং Guide 279
- কিসের কিসের উপর ট্রেড করা যায় 279
- নিফটি শেয়ারের লিস্ট 281
- যে সব শেয়ারে ফিউচার অপশন করা যায় 284

www.bikramch

To buy this book cont

Table of content of the book -4

অধ্যায় ১ - শেয়ার বাজারের প্রাথমিক ধারণা

www.bikramchoudhury.org/books/ed2

অধ্যায় ১ : শেয়ার বাজারের প্রাথমিক ধারণা

আমরা সাধারণত কোন কোম্পানি এবং কোন কোম্পানির মালিককে এক হিসেবে দেখি যেন দুজনেই একই পক্ষ। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখা দরকার কোম্পানি হলো একটা কাল্পনিক ব্যক্তির মত যে মালিক থেকে ভিন্ন। মালিক কোন কোম্পানিকে টাকা মূলধন হিসেবে দেয় এবং কোন কোম্পানি তার পরিবর্তে তার মালিকগণকে শেয়ার দেয় এইভাবে ভাবলে আপনার শেয়ারের ধারণাটা পরিষ্কার হবে।

চিত্র ১-১ : ইনভেস্টর ও কোম্পানির মধ্যেকার সম্পর্ক

এক কথায় শেয়ার বলতে বোঝায় কোন কোম্পানির অংশীদারিত্ব । টাটা স্টিল একটা বড় কোম্পানি যেটা আমরা জানি সবাই এর সাথে পরিচিত। ধরে নিলাম টাটা স্টিলের ২ কোটি শেয়ার "শেয়ার বাজারে" ছাড়া রয়েছে , যার মধ্যে আপনার কাছে ৩০০ টি শেয়ার কেনা রয়েছে আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে।এটা বোঝায় যে আপনি টাটা স্টিলএর ৩০০ ÷ ২ কোটি অংশের (০.০০০০১৫ অংশের) মালিক। কিন্তু এই মালিকানার অধিকার ফলাবার জন্য আপনি কিন্তু কখনোই টাটা স্টিল কোম্পানির জমি ঘর বাড়ি চেয়ার টেবিল দাবি করতে পারবেন না ।

To buy this book contact (+91)9653111390

Chapter 1 – Stock Market Primary Concept

অধ্যায় ২ - শেয়ার বাজার ও অন্যান্য মার্কেট

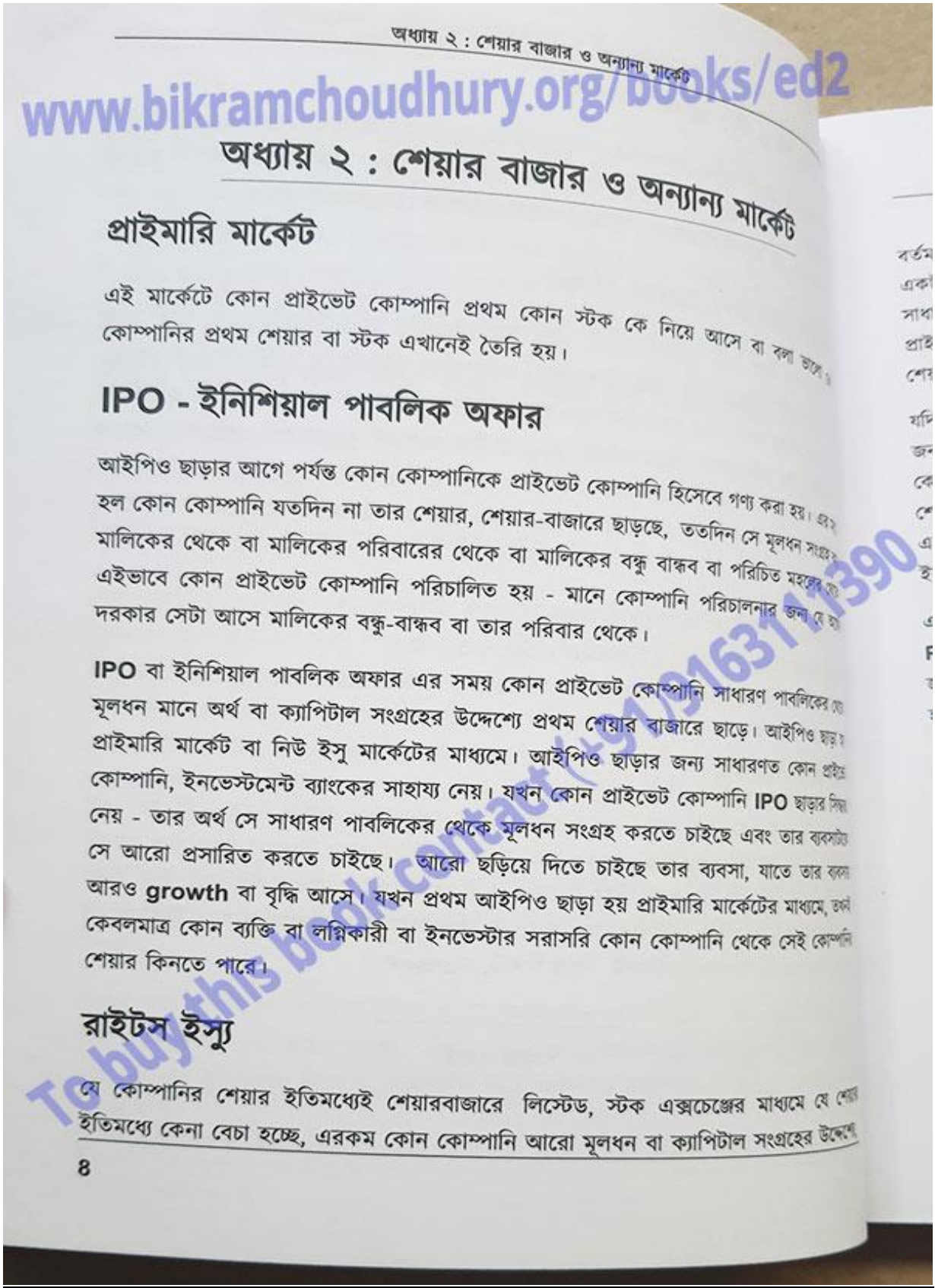

www.bikramchoudhury.org/books/ed2

অধ্যায় ২ : শেয়ার বাজার ও অন্যান্য মার্কেট

প্রাইমারি মার্কেট

এই মার্কেটে কোন প্রাইভেট কোম্পানি প্রথম কোন স্টক কে নিয়ে আসে বা বলা ভালো কোম্পানির প্রথম শেয়ার বা স্টক এখানেই তৈরি হয়।

IPO - ইনিশিয়াল পাবলিক অফার

আইপিও ছাড়ার আগে পর্যন্ত কোন কোম্পানিকে প্রাইভেট কোম্পানি হিসেবে গণ্য করা হয়। এর হল কোন কোম্পানি যতদিন না তার শেয়ার, শেয়ার-বাজারে ছাড়ছে, ততদিন সে মূলধন সংগ্রহ মালিকের থেকে বা মালিকের পরিবারের থেকে বা মালিকের বন্ধু বান্ধব বা পরিচিত মহলের থেকে এইভাবে কোন প্রাইভেট কোম্পানি পরিচালিত হয় - মানে কোম্পানি পরিচালনার জন্য যে টাকা দরকার সেটা আসে মালিকের বন্ধু-বান্ধব বা তার পরিবার থেকে।

IPO বা ইনিশিয়াল পাবলিক অফার এর সময় কোন প্রাইভেট কোম্পানি সাধারণ পাবলিকের থেকে মূলধন মানে অর্থ বা ক্যাপিটাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রথম শেয়ার বাজারে ছাড়ে। আইপিও ছাড়া হয় প্রাইমারি মার্কেট বা নিউ ইসু মার্কেটের মাধ্যমে। আইপিও ছাড়ার জন্য সাধারণত কোন প্রাইভেট কোম্পানি, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের সাহায্য নেয়। যখন কোন প্রাইভেট কোম্পানি **IPO** ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয় - তার অর্থ সে সাধারণ পাবলিকের থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে চাইছে এবং তার ব্যবসাকে সে আরো প্রসারিত করতে চাইছে। আরো ছড়িয়ে দিতে চাইছে তার ব্যবসা, যাতে তার ব্যবসার আরও **growth** বা বৃদ্ধি আসে। যখন প্রথম আইপিও ছাড়া হয় প্রাইমারি মার্কেটের মাধ্যমে, তখন কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি বা লগ্নিকারী বা ইনভেস্টার সরাসরি কোন কোম্পানি থেকে সেই কোম্পানির শেয়ার কিনতে পারে।

To buy this book contact (+91)9163111390

রাইটস ইস্যু

যে কোম্পানির শেয়ার ইতিমধ্যেই শেয়ারবাজারে লিস্টেড, স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে যে শেয়ার ইতিমধ্যে কেনা বেচা হচ্ছে, এরকম কোন কোম্পানি আরো মূলধন বা ক্যাপিটাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে

Chapter 2 – Share Bazaar & Other Markets

অধ্যায় ৩ - ডিম্যাট ও ট্রেডিং একাউন্ট

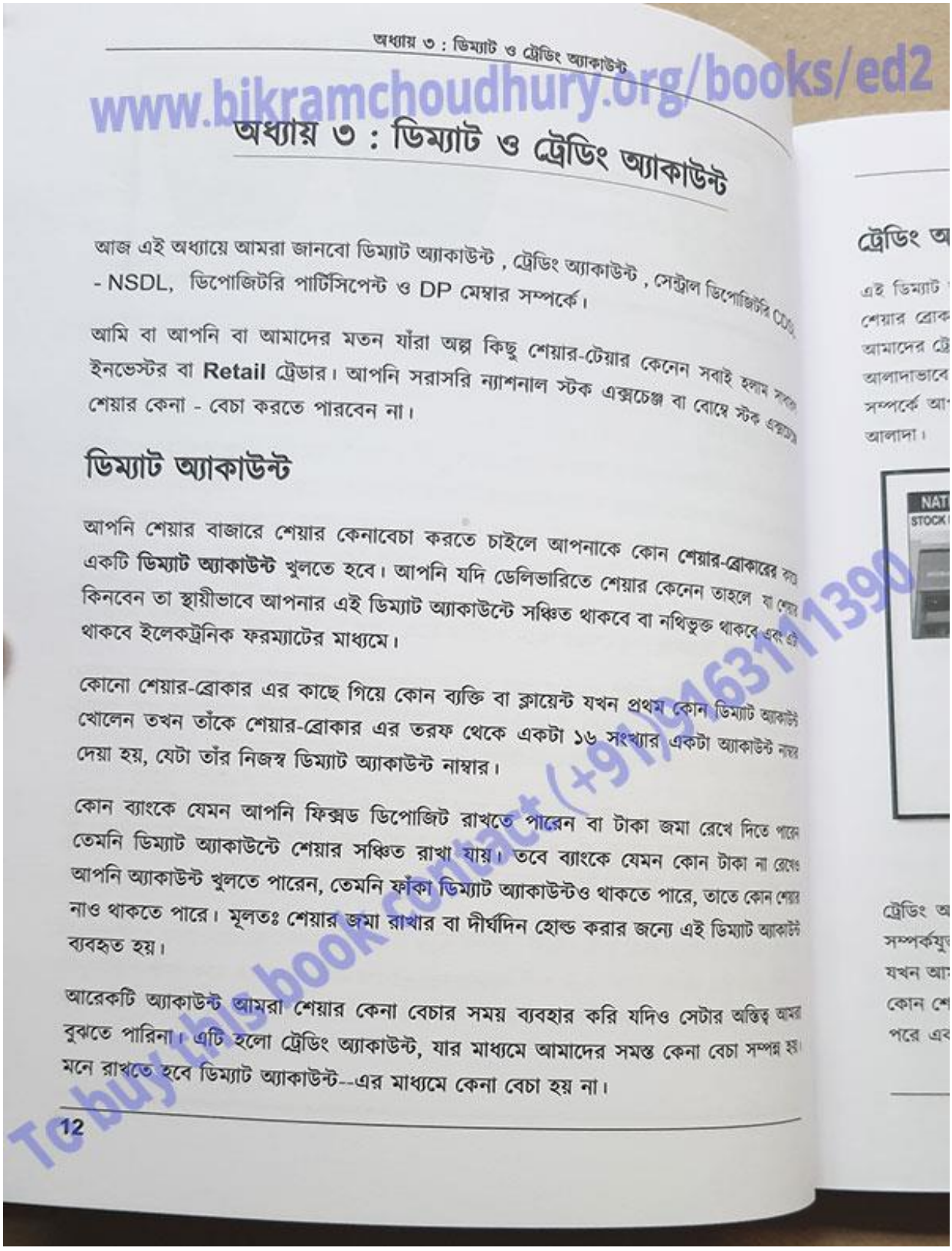

www.bikramchoudhury.org/books/ed2

অধ্যায় ৩ : ডিম্যাট ও ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট

আজ এই অধ্যায়ে আমরা জানবো ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট , ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট , সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি CDS - NSDL, ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট ও DP মেম্বার সম্পর্কে।

আমি বা আপনি বা আমাদের মতন যাঁরা অল্প কিছু শেয়ার-টেয়ার কেনেন সবাই হলাম সব ইনভেস্টর বা **Retail** ট্রেডার। আপনি সরাসরি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ বা বোম্বে স্টক এক্সচে শেয়ার কেনা - বেচা করতে পারবেন না।

ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট

আপনি শেয়ার বাজারে শেয়ার কেনাবেচা করতে চাইলে আপনাকে কোন শেয়ার-ব্রোকারের কা একটি **ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট** খুলতে হবে। আপনি যদি ডেলিভারিতে শেয়ার কেনেন তাহলে যা শেয় কিনবেন তা স্থায়ীভাবে আপনার এই ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে সঞ্চিত থাকবে বা নথিভুক্ত থাকবে এবং এ থাকবে ইলেকট্রনিক ফরম্যাটের মাধ্যমে।

কোনো শেয়ার-ব্রোকার এর কাছে গিয়ে কোন ব্যক্তি বা ক্লায়েন্ট যখন প্রথম কোন ডিম্যাট অ্যাকাউ খোলেন তখন তাঁকে শেয়ার-ব্রোকার এর তরফ থেকে একটা ১৬ সংখ্যার একটা অ্যাকাউন্ট নম্ব দেয়া হয়, যেটা তাঁর নিজস্ব ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নাম্বার।

কোন ব্যাংকে যেমন আপনি ফিক্সড ডিপোজিট রাখতে পারেন বা টাকা জমা রেখে দিতে পারে তেমনি ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার সঞ্চিত রাখা যায়। তবে ব্যাংকে যেমন কোন টাকা না রেখে আপনি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন, তেমনি ফাঁকা ডিম্যাট অ্যাকাউন্টও থাকতে পারে, তাতে কোন শেয়া নাও থাকতে পারে। মূলতঃ শেয়ার জমা রাখার বা দীর্ঘদিন হোল্ড করার জন্যে এই ডিম্যাট অ্যাকাউ ব্যবহৃত হয়।

আরেকটি অ্যাকাউন্ট আমরা শেয়ার কেনা বেচার সময় ব্যবহার করি যদিও সেটার অস্তিত্ব আমর বুঝতে পারিনা। এটি হলো ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট, যার মাধ্যমে আমাদের সমস্ত কেনা বেচা সম্পন্ন হ মনে রাখতে হবে ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট--এর মাধ্যমে কেনা বেচা হয় না।

To buy this book contact (+91)9163111390

Chapter 3 – Demat and Trading Account

অধ্যায় ৪ - প্র্যাক্টিক্যাল শেয়ার ট্রেডিং

ramchoudhury.org/books/ed2

অধ্যায় ৪ : প্র্যাকটিক্যাল শেয়ার ট্রেডিং

এই অধ্যায়ে আমরা শিখবো প্র্যাক্টিক্যাল শেয়ার ট্রেডিং সম্বন্ধে। কিভাবে কেনাবেচা সম্পন্ন হয় একজন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে , বিভিন্ন ধরণের ট্রেড অর্ডার ইত্যাদি।

শেয়ার ট্রেডার বা ইনভেস্টাররা যখন শেয়ার কেনা বেচা করছেন, মানে কেউ কিনছেন আবার কেউ বেচছেন, তখন তাদের সমস্ত অর্ডার চলে যায় স্টক এক্সচেঞ্জে। ধরে নিই এরকম একজন **রিটেল ইনভেস্টর "রামবাবু"** তাঁর শেয়ার ব্রোকার এর কাছে ১০০ টা **Godrej Consumer Products** কোম্পানির শেয়ার কেনার জন্য দাম লাগালেন ৮৫০ টাকা প্রতি শেয়ার দরে । মানে **রামবাবু ৮৫০ টাকা হিসেবে ১০০ টা শেয়ার কিনতে চান।** তাহলে তাঁর এই ১০০ টা শেয়ার কেনার অর্ডার বা Buy অর্ডার তাঁর মোবাইল অ্যাপ বা কম্পিউটারের মারফত চলে যাবে তাঁর শেয়ার ব্রোকারের সার্ভারে। **চিত্র ৪-১ ছবি** অনুযায়ী HDFC Securities এর সার্ভারে। এবং HDFC Securities এর সার্ভার মারফত সেটা চলে যাবে স্টক এক্সচেঞ্জে।

contact (+91)9163111390

চিত্র ৪-১ : শেয়ার কেনাবেচার অর্ডার

এবার ধরি আরেকজন ইনভেস্টর শ্যামবাবু ৮৫১ টাকা দরে ১০০ টা "গোদরেজ কনজিউমার প্রোডাক্ট" কোম্পানির শেয়ার বেচার জন্য তাঁর যে শেয়ার ব্রোকার সংস্থা "জিরোধা"-র মাধ্যমে ১০০ টা শেয়ার

Chapter 4 – Practical Share Trading

অধ্যায় ৫ - শেয়ারের চার্ট

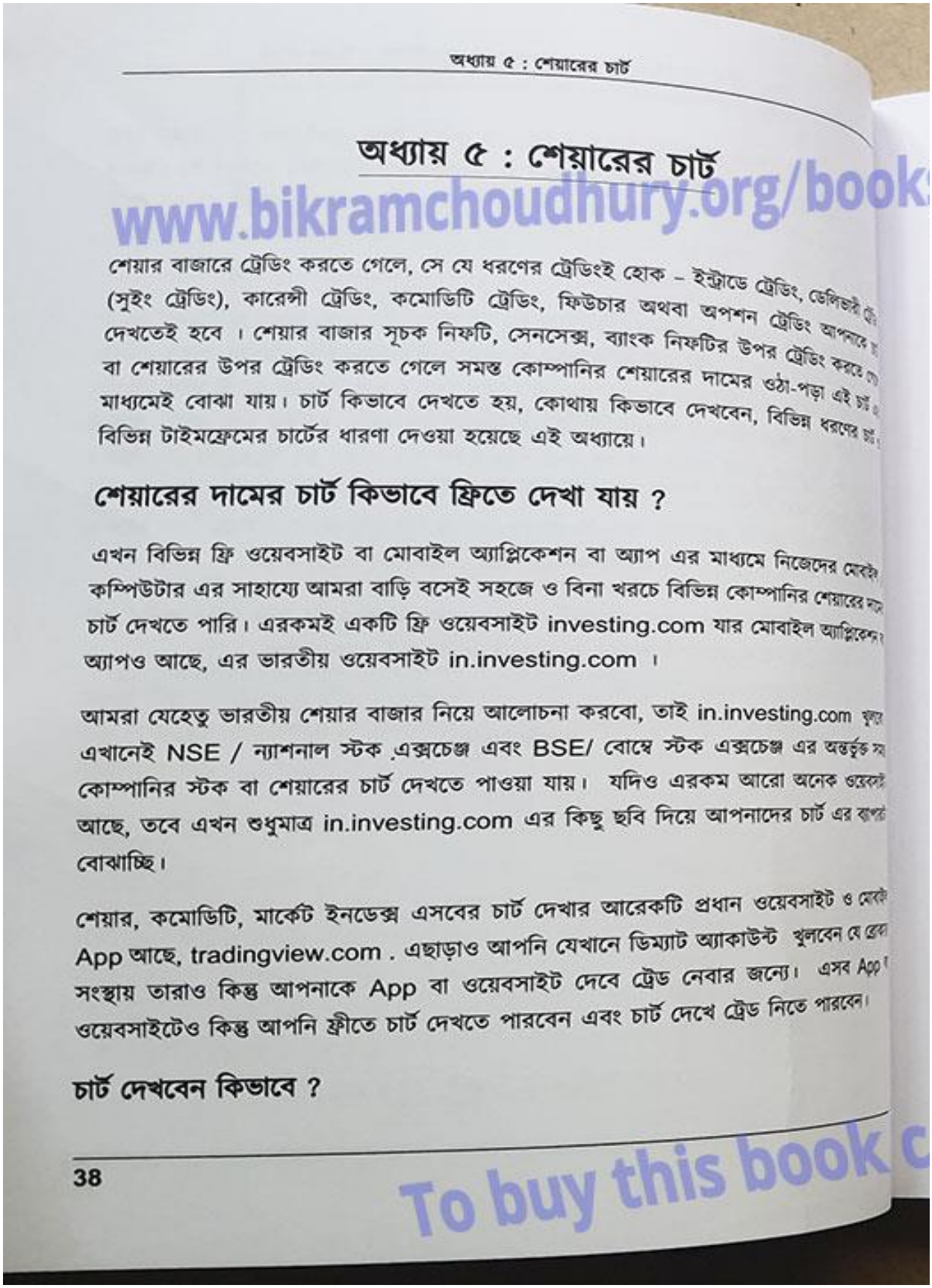

অধ্যায় ৫ : শেয়ারের চার্ট

www.bikramchoudhury.org/book

শেয়ার বাজারে ট্রেডিং করতে গেলে, সে যে ধরণের ট্রেডিংই হোক – ইন্ট্রাডে ট্রেডিং, ডেলিভারী (সুইং ট্রেডিং), কারেন্সী ট্রেডিং, কমোডিটি ট্রেডিং, ফিউচার অথবা অপশন ট্রেডিং আপনাকে দেখতেই হবে । শেয়ার বাজার সূচক নিফটি, সেনসেক্স, ব্যাংক নিফটির উপর ট্রেডিং করতে বা শেয়ারের উপর ট্রেডিং করতে গেলে সমস্ত কোম্পানির শেয়ারের দামের ওঠা-পড়া এই চার্ট মাধ্যমেই বোঝা যায়। চার্ট কিভাবে দেখতে হয়, কোথায় কিভাবে দেখবেন, বিভিন্ন ধরণের চার্ট বিভিন্ন টাইমফ্রেমের চার্টের ধারণা দেওয়া হয়েছে এই অধ্যায়ে।

শেয়ারের দামের চার্ট কিভাবে ফ্রিতে দেখা যায় ?

এখন বিভিন্ন ফ্রি ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বা অ্যাপ এর মাধ্যমে নিজেদের মোবাইল কম্পিউটার এর সাহায্যে আমরা বাড়ি বসেই সহজে ও বিনা খরচে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারের দাম চার্ট দেখতে পারি। এরকমই একটি ফ্রি ওয়েবসাইট investing.com যার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপও আছে, এর ভারতীয় ওয়েবসাইট in.investing.com ।

আমরা যেহেতু ভারতীয় শেয়ার বাজার নিয়ে আলোচনা করবো, তাই in.investing.com খুলে এখানেই NSE / ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ এবং BSE/ বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ এর অন্তর্ভুক্ত সব কোম্পানির স্টক বা শেয়ারের চার্ট দেখতে পাওয়া যায়। যদিও এরকম আরো অনেক ওয়েবসাইট আছে, তবে এখন শুধুমাত্র in.investing.com এর কিছু ছবি দিয়ে আপনাদের চার্ট এর ধারণা বোঝাচ্ছি।

শেয়ার, কমোডিটি, মার্কেট ইনডেক্স এসবের চার্ট দেখার আরেকটি প্রধান ওয়েবসাইট ও মোবাইল App আছে, tradingview.com . এছাড়াও আপনি যেখানে ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট খুলবেন যে ব্রোকিং সংস্থায় তারাও কিন্তু আপনাকে App বা ওয়েবসাইট দেবে ট্রেড নেবার জন্যে। এসব App বা ওয়েবসাইটেও কিন্তু আপনি ফ্রীতে চার্ট দেখতে পারবেন এবং চার্ট দেখে ট্রেড নিতে পারবেন।

চার্ট দেখবেন কিভাবে ?

To buy this book c

Chapter 5 – Stock Chart

অধ্যায় ৬ - ইন্ট্রাডে ট্রেডিং কিভাবে করবেন

www.bikramchoudhury.org/books/ed2/

অধ্যায় ৬ : ইন্ট্রাডে ট্রেডিং কিভাবে করবেন

ইন্ট্রাডে ট্রেডিং-এ দিনের দিন বেচাকেনা শেষ। আপনি দিনের দিন ট্রেড এর শেষে লাভের টাকা ঘরে তুলবেন। বেশির ভাগ ব্রোকিং ফার্ম ইন্ট্রাডে ট্রেডিং করার জন্য কয়েক গুণ টাকা ধার দেয়, একে বলে মার্জিন । মানে আপনার কাছে ১০০০০ টাকা থাকলে আপনি ৫ গুণ টাকার শেয়ার কিনতে পারবেন, যদিও দিনের দিন কেনা শেয়ার বেচে দিতে হবে। কয়েক বছর আগে ৩০ গুণ মার্জিন দিতো ব্রোকার কোম্পানিগুলি। আপনি ১০ হাজার টাকা নিয়ে ৩ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনতে পারতেন ও দিনের শেষে বেচে দিতে হতো। **SEBI** র বিভিন্ন নির্দেশের ফলে এখন সেটি ৫ গুণে এসে ঠেকেছে ।

কিভাবে ইন্ট্রাডে-তে শেয়ার কিনতে হবে ?

শেয়ার কেনার অর্ডার দেওয়ার স্ক্রিন

চিত্র ৬-১ : ইন্ট্রাডে ট্রেডিং-এ শেয়ার কেনার অর্ডার দেবার স্ক্রিনশট

শেয়ার কেনার সময় কতগুলি শেয়ার কিনতে চান সেটা কোয়ান্টিটিতে লিখতে হবে। ট্রেড এর ধরণ বা টাইপ **ইন্ট্রাডে** হতে হবে। ইন্ট্রাডে হলে দিনের দিন কেনা শেয়ার বেচতে হবে ট্রেড বন্ধ করার সময়। **Trade Type** ডেলিভারি হলে আপনি যত দিন খুশি কেনা শেয়ার হোল্ড করতে পারেন, মানে ডিম্যাট একাউন্টে রেখে দিতে পারেন।

যোগাযোগ করুন 9163111390

Chapter 6 – Intraday Trading

Part 2 – Technical Analysis

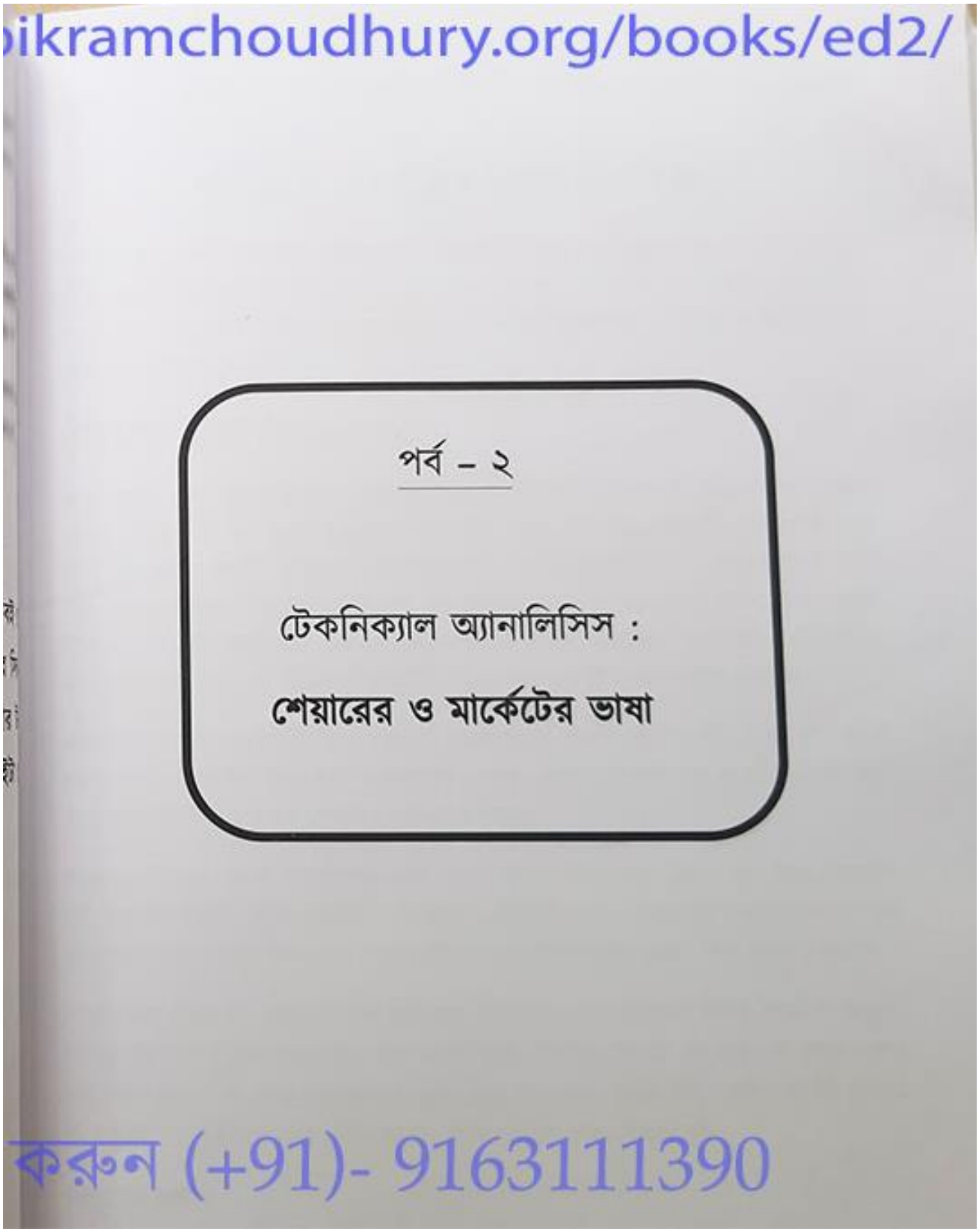

অধ্যায় ৮ - সাপোর্ট রেসিস্টেন্স ও ডাও থিওরি

অধ্যায় ৮ : সাপোর্ট রেসিস্ট্যান্স এবং ডাও থিওরি

Dow Theory & Elliot Wave Theory

আমরা ইতিমধ্যে সুইং হাই , সুইং লো এগুলো সম্পর্কে জেনে গেছি । ইংরেজিতে সুইং হাই কে **Peak / Top / High** এসব বলা হয়। আবার সুইং-লো কে ইংরেজিতে **Trough** বা **Bottom** (বটম) বলা হয়। **Swing Low** থেকে কোন শেয়ারের বা শেয়ার সূচকের দাম ঘুরে যায় ওপর দিকে এবং সেখানে আবার একটা **হাই / টপ** তৈরী করে আবার **সুইং-হাই** থেকে সেই দাম আবার নিচের দিকে আসে। তাই শেয়ার কেনাবেচার জায়গা ঠিক করতে গেলে এই **লো**-পয়েন্ট এবং **হাই**-পয়েন্ট গুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। চিত্র ৮-১ ছবিতে সাপোর্ট রেসিস্ট্যান্স লেভেল একটি স্কেচ এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৮-১ -সাপোর্ট রেসিস্ট্যান্স এর স্কেচ

১) সাপোর্ট লেভেল / Support Level

আমরা প্রথমে সাপোর্ট লেভেল বা সাপোর্ট এরিয়া নিয়ে একটু আলোচনা করে নিই।

করুন (+91)- 9163111390
https://www.bikramchoudhury.org/books/ed2/

Chapter 8 – Support Resistance o Dow Thoery Elliott wave theory

অধ্যায় ৯ - ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন

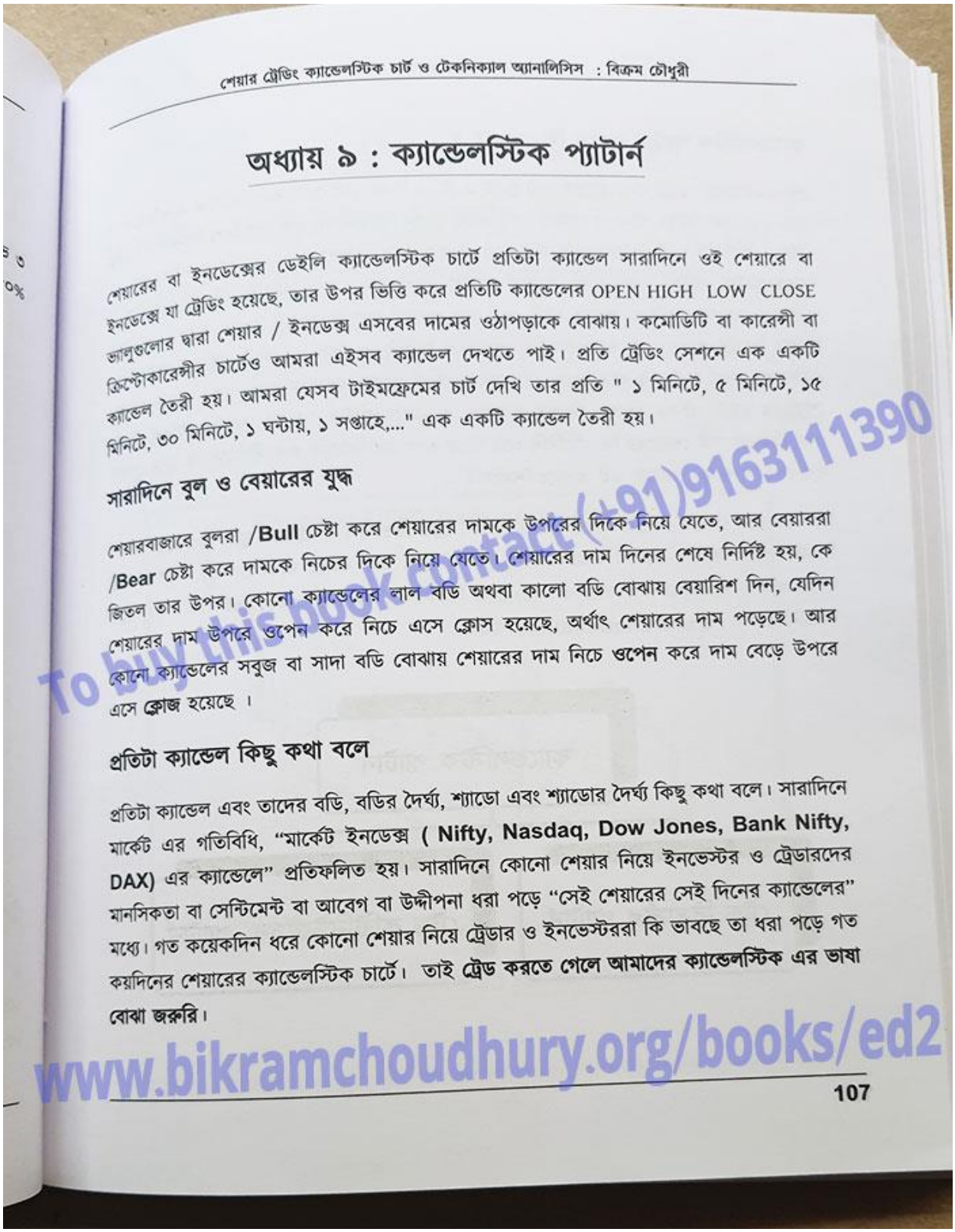

অধ্যায় ৯ : ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন

শেয়ারের বা ইনডেক্সের ডেইলি ক্যান্ডেলস্টিক চার্টে প্রতিটা ক্যান্ডেল সারাদিনে ওই শেয়ারে বা ইনডেক্সে যা ট্রেডিং হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ক্যান্ডেলের OPEN HIGH LOW CLOSE ভ্যালুগুলোর দ্বারা শেয়ার / ইনডেক্স এসবের দামের ওঠাপড়াকে বোঝায়। কমোডিটি বা কারেন্সী বা ক্রিপ্টোকারেন্সীর চার্টেও আমরা এইসব ক্যান্ডেল দেখতে পাই। প্রতি ট্রেডিং সেশনে এক একটি ক্যান্ডেল তৈরী হয়। আমরা যেসব টাইমফ্রেমের চার্ট দেখি তার প্রতি " ১ মিনিটে, ৫ মিনিটে, ১৫ মিনিটে, ৩০ মিনিটে, ১ ঘন্টায়, ১ সপ্তাহে,..." এক একটি ক্যান্ডেল তৈরী হয়।

সারাদিনে বুল ও বেয়ারের যুদ্ধ

শেয়ারবাজারে বুলরা /**Bull** চেষ্টা করে শেয়ারের দামকে উপরের দিকে নিয়ে যেতে, আর বেয়াররা /**Bear** চেষ্টা করে দামকে নিচের দিকে নিয়ে যেতে। শেয়ারের দাম দিনের শেষে নির্দিষ্ট হয়, কে জিতল তার উপর। কোনো ক্যান্ডেলের লাল বডি অথবা কালো বডি বোঝায় বেয়ারিশ দিন, যেদিন শেয়ারের দাম উপরে ওপেন করে নিচে এসে ক্লোস হয়েছে, অর্থাৎ শেয়ারের দাম পড়েছে। আর কোনো ক্যান্ডেলের সবুজ বা সাদা বডি বোঝায় শেয়ারের দাম নিচে **ওপেন** করে দাম বেড়ে উপরে এসে **ক্লোজ** হয়েছে ।

প্রতিটা ক্যান্ডেল কিছু কথা বলে

প্রতিটা ক্যান্ডেল এবং তাদের বডি, বডির দৈর্ঘ্য, শ্যাডো এবং শ্যাডোর দৈর্ঘ্য কিছু কথা বলে। সারাদিনে মার্কেট এর গতিবিধি, "মার্কেট ইনডেক্স **(Nifty, Nasdaq, Dow Jones, Bank Nifty, DAX)** এর ক্যান্ডেলে" প্রতিফলিত হয়। সারাদিনে কোনো শেয়ার নিয়ে ইনভেস্টর ও ট্রেডারদের মানসিকতা বা সেন্টিমেন্ট বা আবেগ বা উদ্দীপনা ধরা পড়ে "সেই শেয়ারের সেই দিনের ক্যান্ডেলের" মধ্যে। গত কয়েকদিন ধরে কোনো শেয়ার নিয়ে ট্রেডার ও ইনভেস্টররা কি ভাবছে তা ধরা পড়ে গত কয়দিনের শেয়ারের ক্যান্ডেলস্টিক চার্টে। **তাই ট্রেড করতে গেলে আমাদের ক্যান্ডেলস্টিক এর ভাষা বোঝা জরুরি।**

To buy this book contact (+91)9163111390
www.bikramchoudhury.org/books/ed2

Chapter 9 – Candlestick Chart Patterns

অধ্যায় ১০ - ট্রেন্ড চ্যানেল ও বিভিন্ন ধরণের ট্রেন্ড

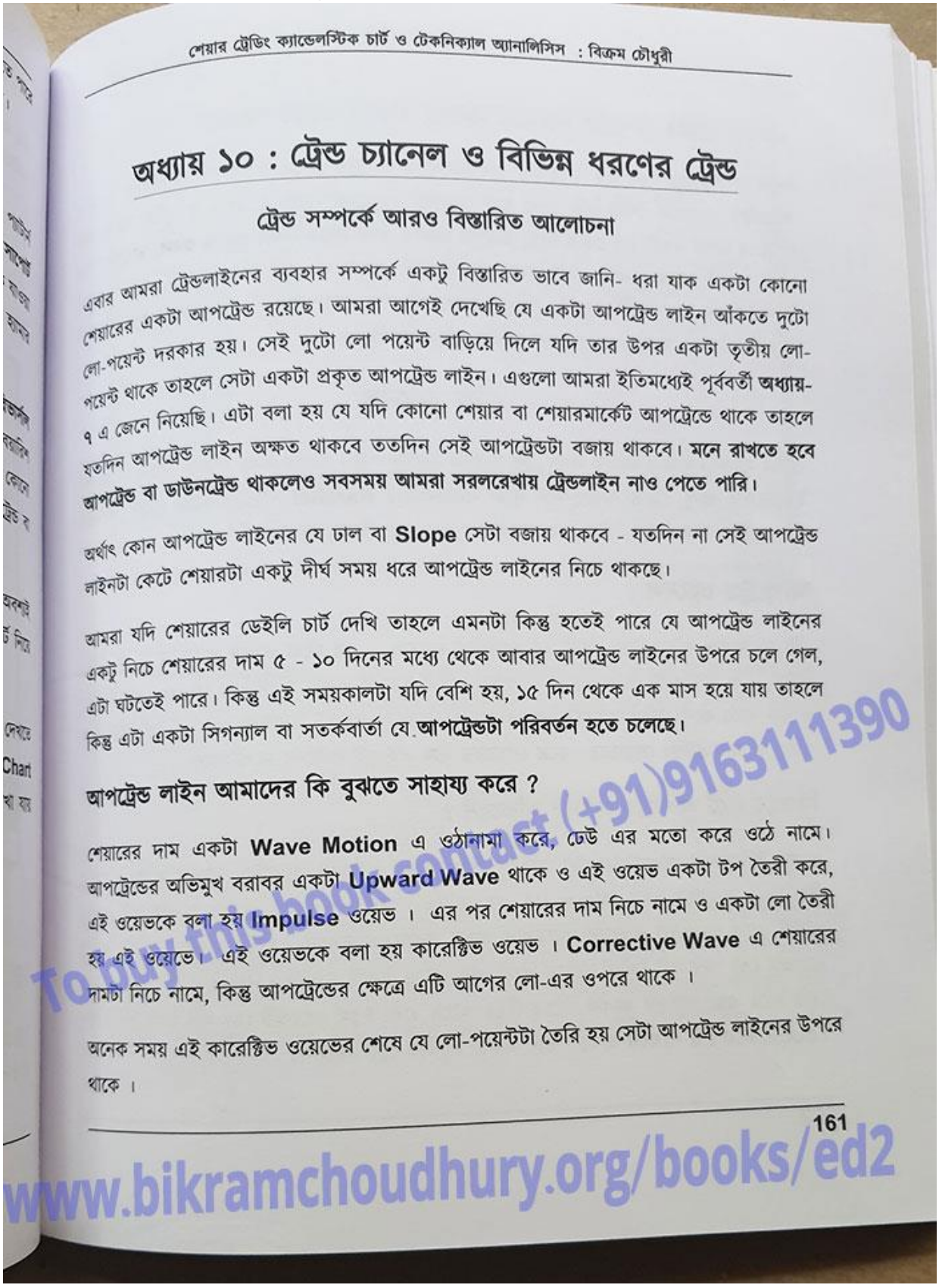

অধ্যায় ১০ : ট্রেন্ড চ্যানেল ও বিভিন্ন ধরণের ট্রেন্ড

ট্রেন্ড সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা

এবার আমরা ট্রেন্ডলাইনের ব্যবহার সম্পর্কে একটু বিস্তারিত ভাবে জানি- ধরা যাক একটা কোনো শেয়ারের একটা আপট্রেন্ড রয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি যে একটা আপট্রেন্ড লাইন আঁকতে দুটো লো-পয়েন্ট দরকার হয়। সেই দুটো লো পয়েন্ট বাড়িয়ে দিলে যদি তার উপর একটা তৃতীয় লো-পয়েন্ট থাকে তাহলে সেটা একটা প্রকৃত আপট্রেন্ড লাইন। এগুলো আমরা ইতিমধ্যেই পূর্ববর্তী **অধ্যায়-৭** এ জেনে নিয়েছি। এটা বলা হয় যে যদি কোনো শেয়ার বা শেয়ারমার্কেট আপট্রেন্ডে থাকে তাহলে যতদিন আপট্রেন্ড লাইন অক্ষত থাকবে ততদিন সেই আপট্রেন্ডটা বজায় থাকবে। **মনে রাখতে হবে আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ড থাকলেও সবসময় আমরা সরলরেখায় ট্রেন্ডলাইন নাও পেতে পারি।**

অর্থাৎ কোন আপট্রেন্ড লাইনের যে ঢাল বা **Slope** সেটা বজায় থাকবে - যতদিন না সেই আপট্রেন্ড লাইনটা কেটে শেয়ারটা একটু দীর্ঘ সময় ধরে আপট্রেন্ড লাইনের নিচে থাকছে।

আমরা যদি শেয়ারের ডেইলি চার্ট দেখি তাহলে এমনটা কিন্তু হতেই পারে যে আপট্রেন্ড লাইনের একটু নিচে শেয়ারের দাম ৫ - ১০ দিনের মধ্যে থেকে আবার আপট্রেন্ড লাইনের উপরে চলে গেল, এটা ঘটতেই পারে। কিন্তু এই সময়কালটা যদি বেশি হয়, ১৫ দিন থেকে এক মাস হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এটা একটা সিগন্যাল বা সতর্কবার্তা যে **আপট্রেন্ডটা পরিবর্তন হতে চলেছে।**

আপট্রেন্ড লাইন আমাদের কি বুঝতে সাহায্য করে ?

শেয়ারের দাম একটা **Wave Motion** এ ওঠানামা করে, ঢেউ এর মতো করে ওঠে নামে। আপট্রেন্ডের অভিমুখ বরাবর একটা **Upward Wave** থাকে ও এই ওয়েভ একটা টপ তৈরী করে, এই ওয়েভকে বলা হয় **Impulse** ওয়েভ । এর পর শেয়ারের দাম নিচে নামে ও একটা লো তৈরী হয় এই ওয়েভে। এই ওয়েভকে বলা হয় কারেক্টিভ ওয়েভ । **Corrective Wave** এ শেয়ারের দামটা নিচে নামে, কিন্তু আপট্রেন্ডের ক্ষেত্রে এটি আগের লো-এর ওপরে থাকে ।

অনেক সময় এই কারেক্টিভ ওয়েভের শেষে যে লো-পয়েন্টটা তৈরি হয় সেটা আপট্রেন্ড লাইনের উপরে থাকে ।

To buy this book contact (+91)9163111390
www.bikramchoudhury.org/books/ed2

Chapter 10 – Trend Channel and Different Types of Trend

অধ্যায় ১১ - মুভিং অ্যাভারেজ

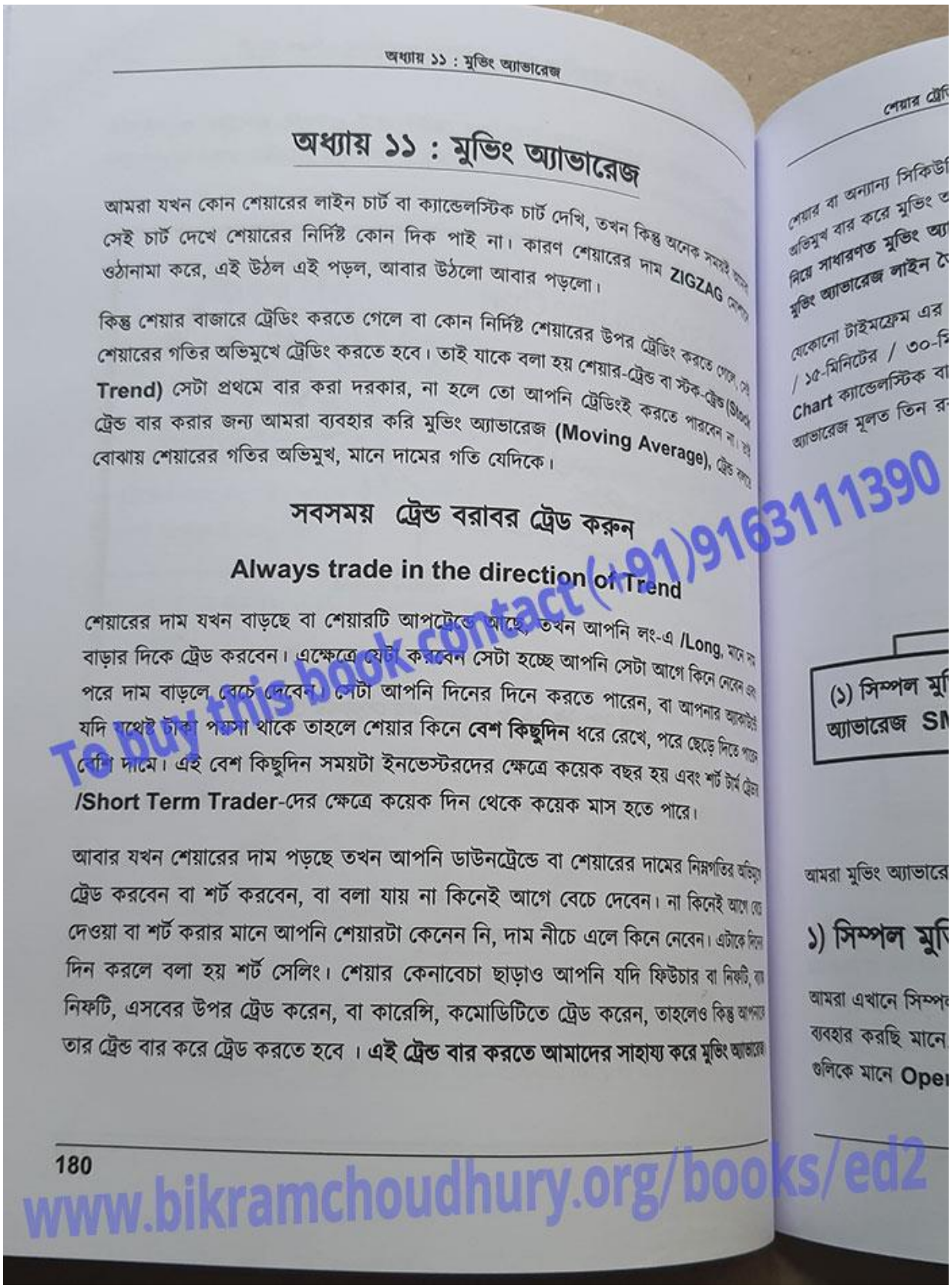

অধ্যায় ১১ : মুভিং অ্যাভারেজ

অধ্যায় ১১ : মুভিং অ্যাভারেজ

আমরা যখন কোন শেয়ারের লাইন চার্ট বা ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট দেখি, তখন কিন্তু অনেক সময়ই সেই চার্ট দেখে শেয়ারের নির্দিষ্ট কোন দিক পাই না। কারণ শেয়ারের দাম ZIGZAG ওঠানামা করে, এই উঠল এই পড়ল, আবার উঠলো আবার পড়লো।

কিন্তু শেয়ার বাজারে ট্রেডিং করতে গেলে বা কোন নির্দিষ্ট শেয়ারের উপর ট্রেডিং করতে গেলে, শেয়ারের গতির অভিমুখে ট্রেডিং করতে হবে। তাই যাকে বলা হয় শেয়ার-ট্রেন্ড বা স্টক-ট্রেন্ড (Stock Trend) সেটা প্রথমে বার করা দরকার, না হলে তো আপনি ট্রেডিংই করতে পারবেন না। ট্রেন্ড বার করার জন্য আমরা ব্যবহার করি মুভিং অ্যাভারেজ (Moving Average), ট্রেন্ড বোঝায় শেয়ারের গতির অভিমুখ, মানে দামের গতি যেদিকে।

সবসময় ট্রেন্ড বরাবর ট্রেড করুন

Always trade in the direction of Trend

শেয়ারের দাম যখন বাড়ছে বা শেয়ারটি আপট্রেন্ডে আছে, তখন আপনি লং-এ /Long, মানে বাড়ার দিকে ট্রেড করবেন। এক্ষেত্রে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি সেটা আগে কিনে নেবেন এবং পরে দাম বাড়লে বেচে দেবেন। সেটা আপনি দিনের দিনে করতে পারেন, বা আপনার অ্যাকাউন্টে যদি যথেষ্ট টাকা পয়সা থাকে তাহলে শেয়ার কিনে **বেশ কিছুদিন** ধরে রেখে, পরে ছেড়ে দিতে পারেন বেশি দামে। এই বেশ কিছুদিন সময়টা ইনভেস্টরদের ক্ষেত্রে কয়েক বছর হয় এবং শর্ট টার্ম ট্রেডার /Short Term Trader-দের ক্ষেত্রে কয়েক দিন থেকে কয়েক মাস হতে পারে।

আবার যখন শেয়ারের দাম পড়ছে তখন আপনি ডাউনট্রেন্ডে বা শেয়ারের দামের নিম্নগতির অভিমুখে ট্রেড করবেন বা শর্ট করবেন, বা বলা যায় না কিনেই আগে বেচে দেবেন। না কিনেই আগে বেচে দেওয়া বা শর্ট করার মানে আপনি শেয়ারটা কেনেন নি, দাম নীচে এলে কিনে নেবেন। এটাকে দিনের দিন করলে বলা হয় শর্ট সেলিং। শেয়ার কেনাবেচা ছাড়াও আপনি যদি ফিউচার বা নিফটি, ব্যাংক নিফটি, এসবের উপর ট্রেড করেন, বা কারেন্সি, কমোডিটিতে ট্রেড করেন, তাহলেও কিন্তু আপনাকে তার ট্রেন্ড বার করে ট্রেড করতে হবে । **এই ট্রেন্ড বার করতে আমাদের সাহায্য করে মুভিং অ্যাভারেজ**

180

To buy this book contact (+91)9163111390
www.bikramchoudhury.org/books/ed2

Chapter 11 – Moving Average

অধ্যায় ১২ - এনভেলপ ও বোলিঞ্জার ব্যান্ড

www.bikramchoudhury.org/books/ed2

অধ্যায় ১২ : এনভেলপ এবং বোলিঞ্জার ব্যান্ড

এনভেলপ

কোন শেয়ারের দাম বা মার্কেট ইনডেক্স মুভিং অ্যাভারেজ থেকে কতটা ওঠানামা করবে সেটা এনভেলপ/ **Envelope** দিয়ে ভালো বোঝা যায়। এনভেলপ হচ্ছে আর কিছুই না, একটা পার্সেন্টেজ ভ্যালু যেটা মুভিং অ্যাভারেজ এর উপরে এবং নিচে একইভাবে ব্যবহার করা হয়। আমরা এর আগে ইতিমধ্যেই দেখে নিয়েছি যে ডেইলি চার্টে কিভাবে প্রতিদিনের জন্য আমরা সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজ ভ্যালু পাই।

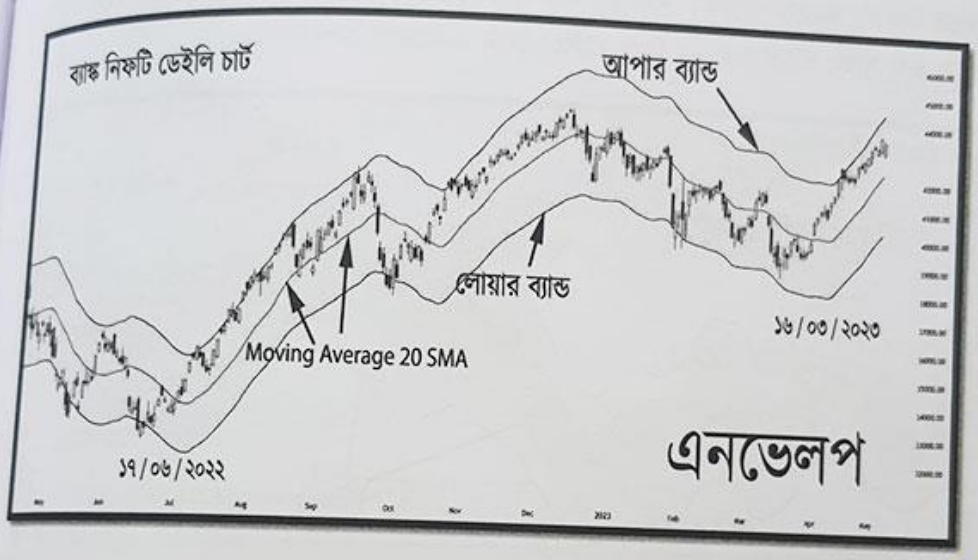

চিত্র ১২-১ : ব্যাঙ্ক নিফটির চার্টে ৫% এনভেলপ

আমরা ধরে নিলাম কোনো দিনের মুভিং অ্যাভারেজের ভ্যালু হচ্ছে ২০০,

* মুভিং অ্যাভারেজের ভ্যালুর সাথে ৫% যোগ করলে পাই ২০০ + (২০০ x ৫%) = ২১০
* মুভিং অ্যাভারেজের ভ্যালু থেকে ৫% বিয়োগ করলে পাই ২০০ - (২০০ x ৫%) = ১৯০

To buy this book contact (+91)9163111390

Chapter 12 – Envelope and Bollinger Band

Part 3 – Advanced Technical Analysis

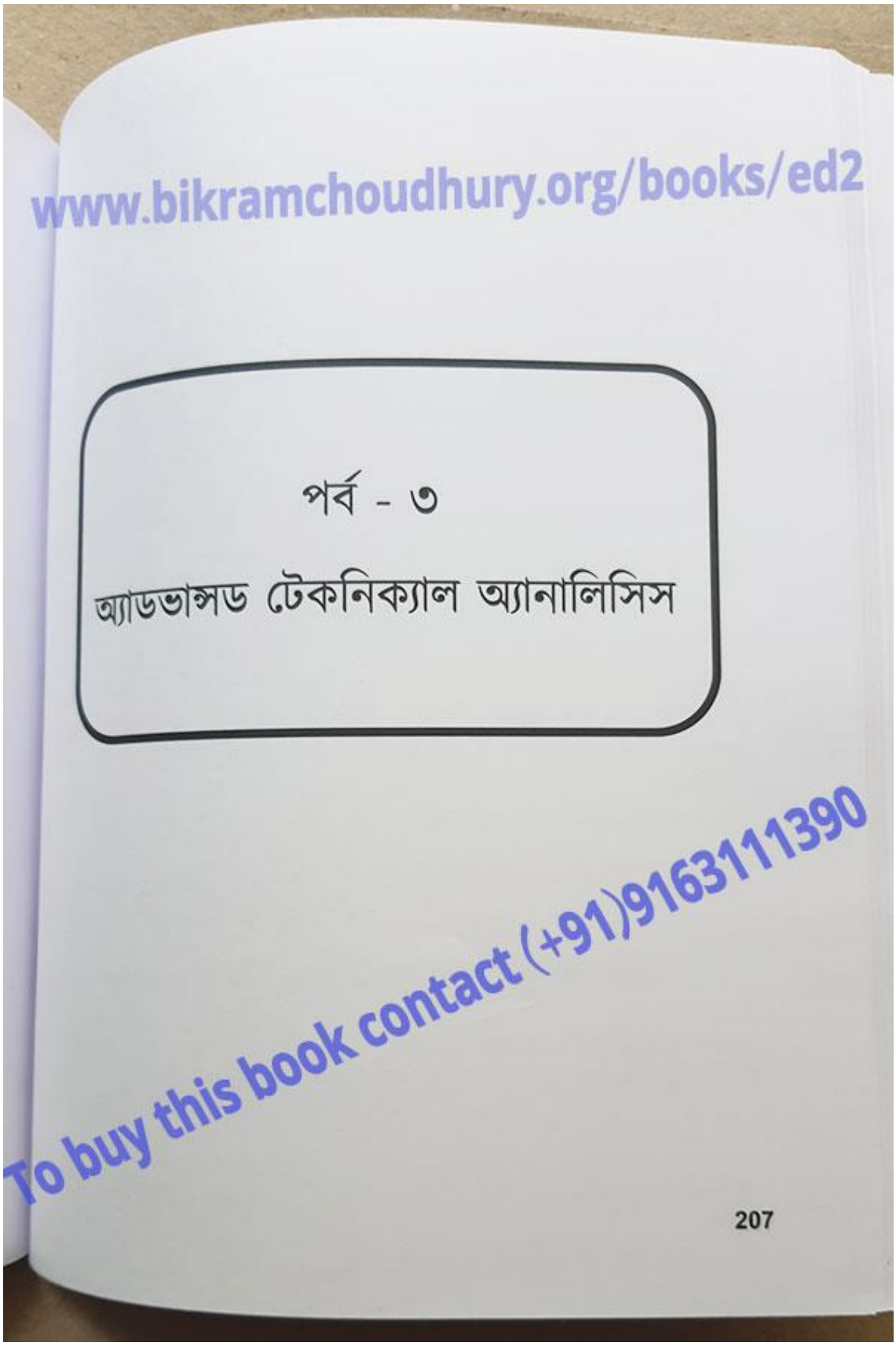

অধ্যায় ১৩ - বিভিন্ন চার্ট প্যাটার্ন

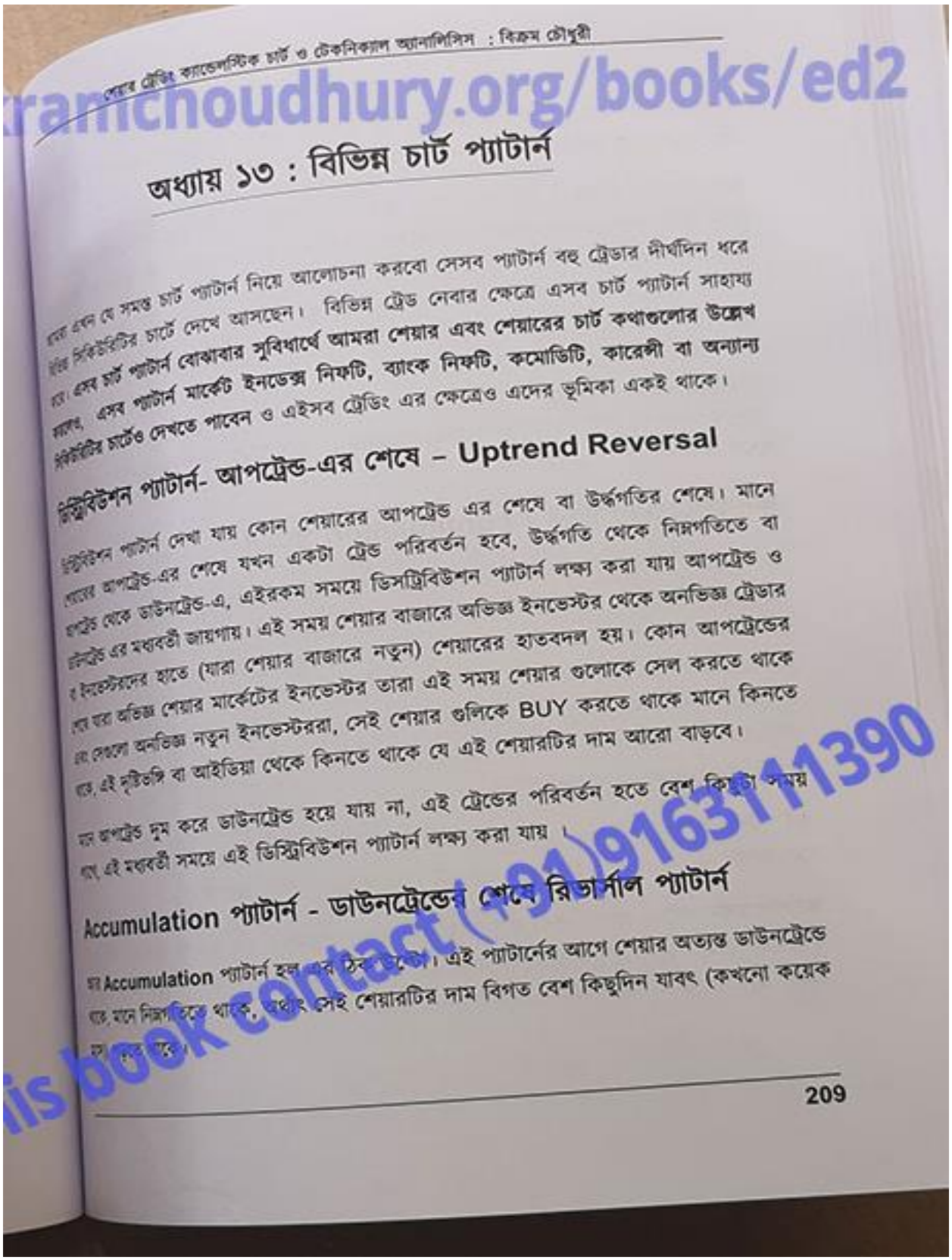

শেয়ার ট্রেডিং ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট ও টেকনিকাল অ্যানালিসিস : বিক্রম চৌধুরী

ramchoudhury.org/books/ed2

অধ্যায় ১৩ : বিভিন্ন চার্ট প্যাটার্ন

এবার এখন যে সমস্ত চার্ট প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করবো সেসব প্যাটার্ন বহু ট্রেডার দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সিকিউরিটির চার্টে দেখে আসছেন। বিভিন্ন ট্রেড নেবার ক্ষেত্রে এসব চার্ট প্যাটার্ন সাহায্য করে। এসব চার্ট প্যাটার্ন বোঝাবার সুবিধার্থে আমরা শেয়ার এবং শেয়ারের চার্ট কথাগুলোর উল্লেখ করবো, এসব প্যাটার্ন মার্কেট ইনডেক্স নিফটি, ব্যাংক নিফটি, কমোডিটি, কারেন্সী বা অন্যান্য সিকিউরিটির চার্টেও দেখতে পাবেন ও এইসব ট্রেডিং এর ক্ষেত্রেও এদের ভূমিকা একই থাকে।

ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্ন- আপট্রেন্ড-এর শেষে – Uptrend Reversal

ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্ন দেখা যায় কোন শেয়ারের আপট্রেন্ড এর শেষে বা উর্দ্ধগতির শেষে। মানে শেয়ার আপট্রেন্ড-এর শেষে যখন একটা ট্রেন্ড পরিবর্তন হবে, উর্দ্ধগতি থেকে নিম্নগতিতে বা আপট্রেন্ড থেকে ডাউনট্রেন্ড-এ, এইরকম সময়ে ডিসট্রিবিউশন প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যায় আপট্রেন্ড ও ডাউনট্রেন্ড এর মধ্যবর্তী জায়গায়। এই সময় শেয়ার বাজারে অভিজ্ঞ ইনভেস্টর থেকে অনভিজ্ঞ ট্রেডার বা ইনভেস্টরদের হাতে (যারা শেয়ার বাজারে নতুন) শেয়ারের হাতবদল হয়। কোন আপট্রেন্ডের শেষে যারা অভিজ্ঞ শেয়ার মার্কেটের ইনভেস্টর তারা এই সময় শেয়ার গুলোকে সেল করতে থাকে এবং সেগুলো অনভিজ্ঞ নতুন ইনভেস্টররা, সেই শেয়ার গুলিকে BUY করতে থাকে মানে কিনতে থাকে, এই দৃষ্টিভঙ্গি বা আইডিয়া থেকে কিনতে থাকে যে এই শেয়ারটির দাম আরো বাড়বে।

যে আপট্রেন্ড দুম করে ডাউনট্রেন্ড হয়ে যায় না, এই ট্রেন্ডের পরিবর্তন হতে বেশ কিছুটা সময় লাগে, এই মধ্যবর্তী সময়ে এই ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যায়।

Accumulation প্যাটার্ন - ডাউনট্রেন্ডের শেষে রিভার্সাল প্যাটার্ন

যা Accumulation প্যাটার্ন হল এর ঠিক উল্টো। এই প্যাটার্নের আগে শেয়ার অত্যন্ত ডাউনট্রেন্ডে থাকে, মানে নিম্নগতিতে থাকে, অর্থাৎ সেই শেয়ারটির দাম বিগত বেশ কিছুদিন যাবৎ (কখনো কয়েক

this book contact (+91) 9163111390

Chapter 13 – Different Chart Patterns

অধ্যায় ১৪ - ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ও এক্সটেনশন

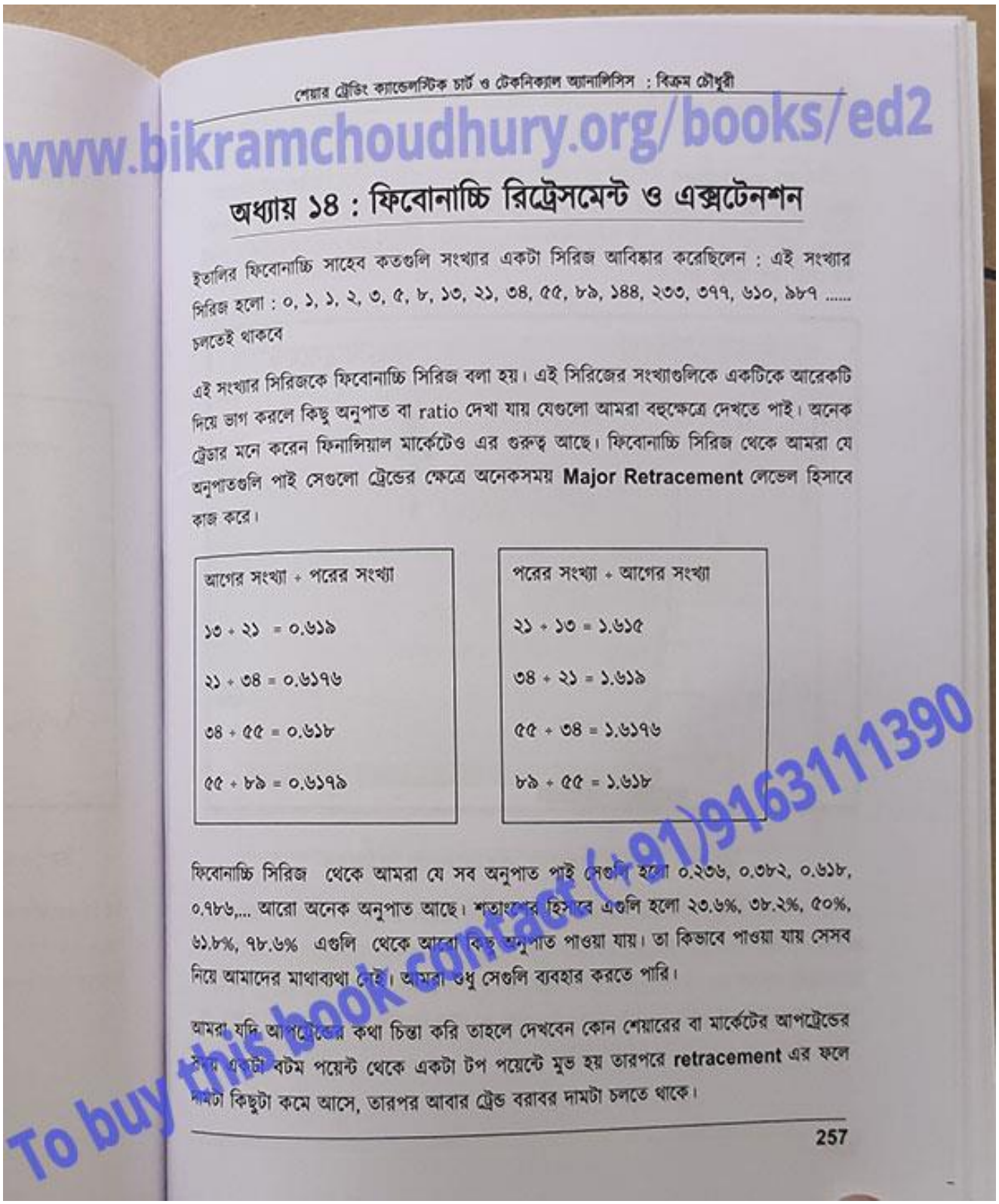

www.bikramchoudhury.org/books/ed2

অধ্যায় ১৪ : ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ও এক্সটেনশন

ইতালির ফিবোনাচ্চি সাহেব কতগুলি সংখ্যার একটা সিরিজ আবিষ্কার করেছিলেন : এই সংখ্যার সিরিজ হলো : ০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, ৮৯, ১৪৪, ২৩৩, ৩৭৭, ৬১০, ৯৮৭ ..... চলতেই থাকবে

এই সংখ্যার সিরিজকে ফিবোনাচ্চি সিরিজ বলা হয়। এই সিরিজের সংখ্যাগুলিকে একটিকে আরেকটি দিয়ে ভাগ করলে কিছু অনুপাত বা ratio দেখা যায় যেগুলো আমরা বহুক্ষেত্রে দেখতে পাই। অনেক ট্রেডার মনে করেন ফিনান্সিয়াল মার্কেটেও এর গুরুত্ব আছে। ফিবোনাচ্চি সিরিজ থেকে আমরা যে অনুপাতগুলি পাই সেগুলো ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে অনেকসময় **Major Retracement** লেভেল হিসাবে কাজ করে।

আগের সংখ্যা ÷ পরের সংখ্যা	পরের সংখ্যা ÷ আগের সংখ্যা
১৩ ÷ ২১ = ০.৬১৯	২১ ÷ ১৩ = ১.৬১৫
২১ ÷ ৩৪ = ০.৬১৭৬	৩৪ ÷ ২১ = ১.৬১৯
৩৪ ÷ ৫৫ = ০.৬১৮	৫৫ ÷ ৩৪ = ১.৬১৭৬
৫৫ ÷ ৮৯ = ০.৬১৭৯	৮৯ ÷ ৫৫ = ১.৬১৮

ফিবোনাচ্চি সিরিজ থেকে আমরা যে সব অনুপাত পাই সেগুলি হলো ০.২৩৬, ০.৩৮২, ০.৬১৮, ০.৭৮৬,... আরো অনেক অনুপাত আছে। শতাংশের হিসাবে এগুলি হলো ২৩.৬%, ৩৮.২%, ৫০%, ৬১.৮%, ৭৮.৬% এগুলি থেকে আরো কিছু অনুপাত পাওয়া যায়। তা কিভাবে পাওয়া যায় সেসব নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমরা শুধু সেগুলি ব্যবহার করতে পারি।

আমরা যদি আপট্রেন্ডের কথা চিন্তা করি তাহলে দেখবেন কোন শেয়ারের বা মার্কেটের আপট্রেন্ডের শুরুতে একটা বটম পয়েন্ট থেকে একটা টপ পয়েন্টে মুভ হয় তারপরে **retracement** এর ফলে দামটা কিছুটা কমে আসে, তারপর আবার ট্রেন্ড বরাবর দামটা চলতে থাকে।

To buy this book contact (+91)9163111390

Chapter 14 – Fibonacci Retracement and Extensions

অধ্যায় ১৫ - গ্যাপ / উইন্ডো

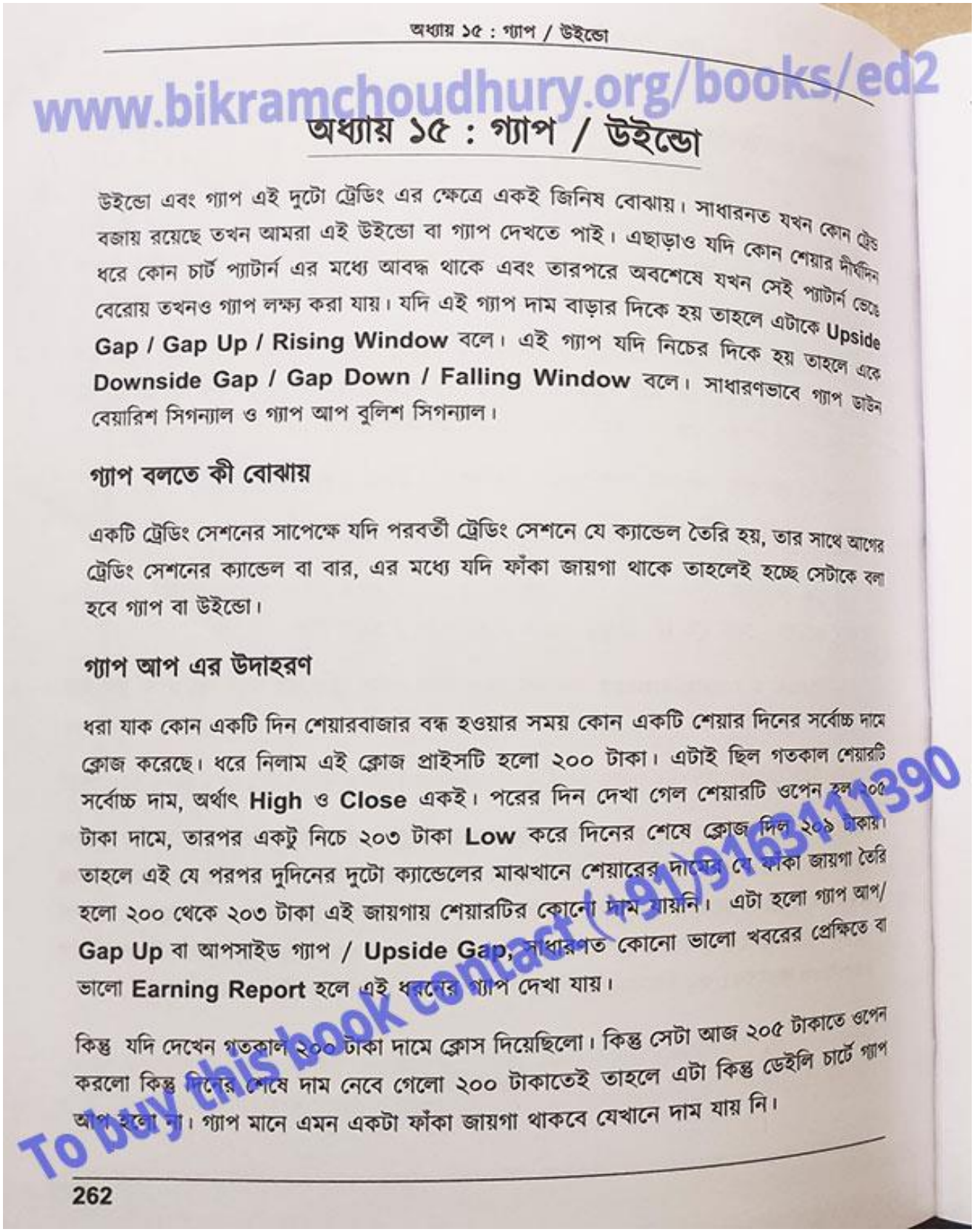

www.bikramchoudhury.org/books/ed2

অধ্যায় ১৫ : গ্যাপ / উইন্ডো

উইন্ডো এবং গ্যাপ এই দুটো ট্রেডিং এর ক্ষেত্রে একই জিনিষ বোঝায়। সাধারনত যখন কোন ট্রেড বজায় রয়েছে তখন আমরা এই উইন্ডো বা গ্যাপ দেখতে পাই। এছাড়াও যদি কোন শেয়ার দীর্ঘদিন ধরে কোন চার্ট প্যাটার্ন এর মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং তারপরে অবশেষে যখন সেই প্যাটার্ন ভেঙে বেরোয় তখনও গ্যাপ লক্ষ্য করা যায়। যদি এই গ্যাপ দাম বাড়ার দিকে হয় তাহলে এটাকে **Upside Gap / Gap Up / Rising Window** বলে। এই গ্যাপ যদি নিচের দিকে হয় তাহলে একে **Downside Gap / Gap Down / Falling Window** বলে। সাধারণভাবে গ্যাপ ডাউন বেয়ারিশ সিগন্যাল ও গ্যাপ আপ বুলিশ সিগন্যাল।

গ্যাপ বলতে কী বোঝায়

একটি ট্রেডিং সেশনের সাপেক্ষে যদি পরবর্তী ট্রেডিং সেশনে যে ক্যান্ডেল তৈরি হয়, তার সাথে আগের ট্রেডিং সেশনের ক্যান্ডেল বা বার, এর মধ্যে যদি ফাঁকা জায়গা থাকে তাহলেই হচ্ছে সেটাকে বলা হবে গ্যাপ বা উইন্ডো।

গ্যাপ আপ এর উদাহরণ

ধরা যাক কোন একটি দিন শেয়ারবাজার বন্ধ হওয়ার সময় কোন একটি শেয়ার দিনের সর্বোচ্চ দামে ক্লোজ করেছে। ধরে নিলাম এই ক্লোজ প্রাইসটি হলো ২০০ টাকা। এটাই ছিল গতকাল শেয়ারটি সর্বোচ্চ দাম, অর্থাৎ **High** ও **Close** একই। পরের দিন দেখা গেল শেয়ারটি ওপেন হল ২০৫ টাকা দামে, তারপর একটু নিচে ২০৩ টাকা **Low** করে দিনের শেষে ক্লোজ দিল ২০৯ টাকায়। তাহলে এই যে পরপর দুদিনের দুটো ক্যান্ডেলের মাঝখানে শেয়ারের দামের যে ফাঁকা জায়গা তৈরি হলো ২০০ থেকে ২০৩ টাকা এই জায়গায় শেয়ারটির কোনো দাম যায়নি। এটা হলো গ্যাপ আপ/ **Gap Up** বা আপসাইড গ্যাপ / **Upside Gap**, সাধারণত কোনো ভালো খবরের প্রেক্ষিতে বা ভালো **Earning Report** হলে এই ধরনের গ্যাপ দেখা যায়।

কিন্তু যদি দেখেন গতকাল ২০০ টাকা দামে ক্লোস দিয়েছিলো। কিন্তু সেটা আজ ২০৫ টাকাতে ওপেন করলো কিন্তু দিনের শেষে দাম নেবে গেলো ২০০ টাকাতেই তাহলে এটা কিন্তু ডেইলি চার্টে গ্যাপ আপ হলো না। গ্যাপ মানে এমন একটা ফাঁকা জায়গা থাকবে যেখানে দাম যায় নি।

To buy this book contact (+91)9163111390

Chapter 15 – Gap / Window

অধ্যায় ১৬ - মোমেন্টাম ইনডিকেটর RSI

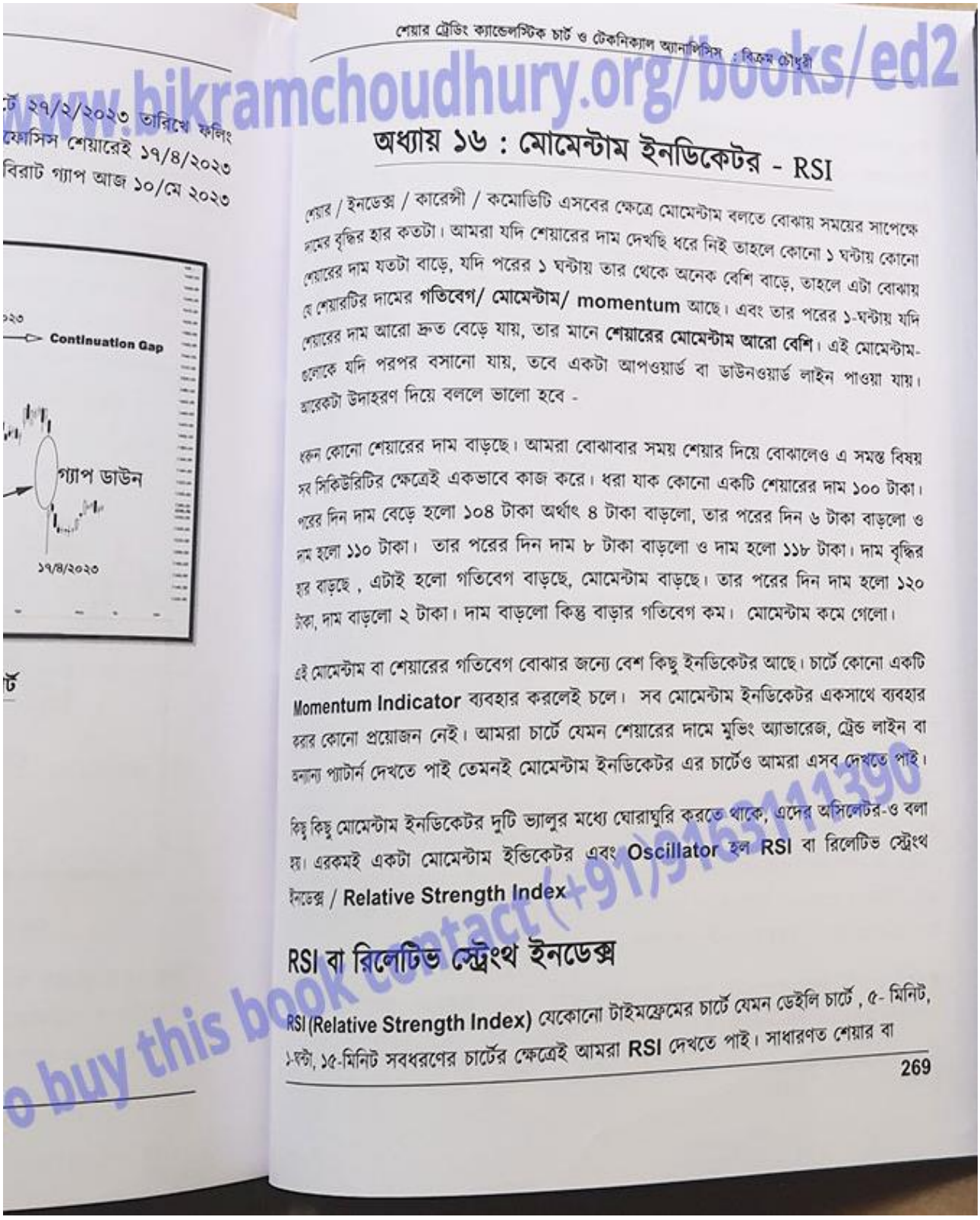

www.bikramchoudhury.org/books/ed2

২৭/২/২০২৩ তারিখে ফলিং
ফোসিস শেয়ারেই ১৭/৪/২০২৩
বিরাট গ্যাপ আজ ১০/মে ২০২৩

অধ্যায় ১৬ : মোমেন্টাম ইনডিকেটর - RSI

শেয়ার / ইনডেক্স / কারেন্সী / কমোডিটি এসবের ক্ষেত্রে মোমেন্টাম বলতে বোঝায় সময়ের সাপেক্ষে দামের বৃদ্ধির হার কতটা। আমরা যদি শেয়ারের দাম দেখছি ধরে নিই তাহলে কোনো ১ ঘন্টায় কোনো শেয়ারের দাম যতটা বাড়ে, যদি পরের ১ ঘন্টায় তার থেকে অনেক বেশি বাড়ে, তাহলে এটা বোঝায় যে শেয়ারটির দামের **গতিবেগ/ মোমেন্টাম/ momentum** আছে। এবং তার পরের ১-ঘন্টায় যদি শেয়ারের দাম আরো দ্রুত বেড়ে যায়, তার মানে **শেয়ারের মোমেন্টাম আরো বেশি**। এই মোমেন্টাম-গুলোকে যদি পরপর বসানো যায়, তবে একটা আপওয়ার্ড বা ডাউনওয়ার্ড লাইন পাওয়া যায়। আরেকটা উদাহরণ দিয়ে বললে ভালো হবে -

ধরুন কোনো শেয়ারের দাম বাড়ছে। আমরা বোঝাবার সময় শেয়ার দিয়ে বোঝালেও এ সমস্ত বিষয় সব সিকিউরিটির ক্ষেত্রেই একভাবে কাজ করে। ধরা যাক কোনো একটি শেয়ারের দাম ১০০ টাকা। পরের দিন দাম বেড়ে হলো ১০৪ টাকা অর্থাৎ ৪ টাকা বাড়লো, তার পরের দিন ৬ টাকা বাড়লো ও দাম হলো ১১০ টাকা। তার পরের দিন দাম ৮ টাকা বাড়লো ও দাম হলো ১১৮ টাকা। দাম বৃদ্ধির হার বাড়ছে , এটাই হলো গতিবেগ বাড়ছে, মোমেন্টাম বাড়ছে। তার পরের দিন দাম হলো ১২০ টাকা, দাম বাড়লো ২ টাকা। দাম বাড়লো কিন্তু বাড়ার গতিবেগ কম। মোমেন্টাম কমে গেলো।

এই মোমেন্টাম বা শেয়ারের গতিবেগ বোঝার জন্যে বেশ কিছু ইনডিকেটর আছে। চার্টে কোনো একটি **Momentum Indicator** ব্যবহার করলেই চলে। সব মোমেন্টাম ইনডিকেটর একসাথে ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা চার্টে যেমন শেয়ারের দামে মুভিং অ্যাভারেজ, ট্রেন্ড লাইন বা অন্যান্য প্যাটার্ন দেখতে পাই তেমনই মোমেন্টাম ইনডিকেটর এর চার্টেও আমরা এসব দেখতে পাই।

কিছু কিছু মোমেন্টাম ইনডিকেটর দুটি ভ্যালুর মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে থাকে, এদের অসিলেটর-ও বলা হয়। এরকমই একটা মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর এবং **Oscillator** হল **RSI** বা রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স / **Relative Strength Index**

RSI বা রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স

RSI (Relative Strength Index) যেকোনো টাইমফ্রেমের চার্টে যেমন ডেইলি চার্টে , ৫- মিনিট, ১-ঘন্টা, ১৫-মিনিট সবধরণের চার্টের ক্ষেত্রেই আমরা **RSI** দেখতে পাই। সাধারণত শেয়ার বা

o buy this book contact (+91)9163111390

Chapter 16 – Momentum Indicator RSI

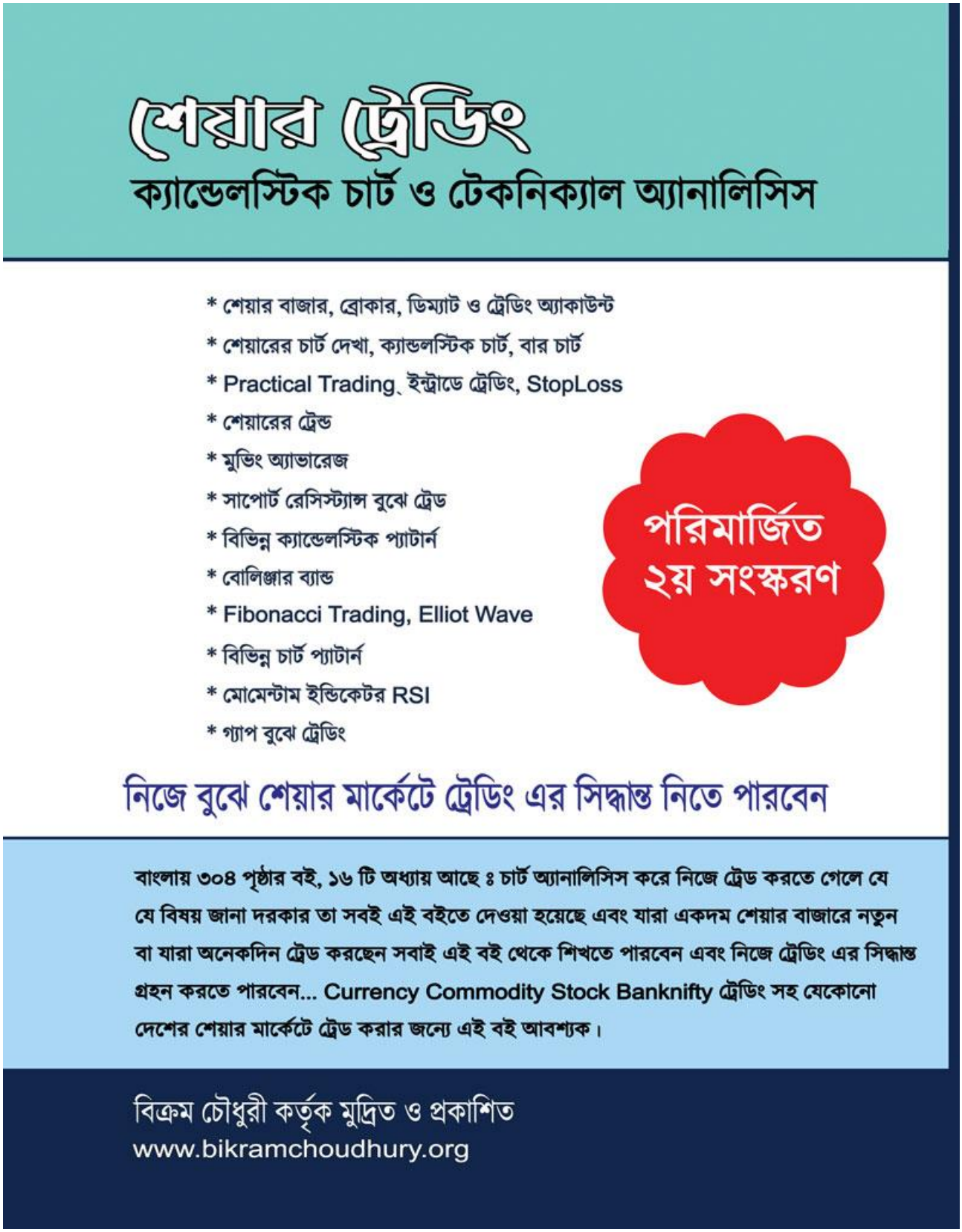

Back cover of the book – Share Trading Candlestick Chart o Technical Analysis

2nd Edition July 2023

কেবলমাত্র বিক্রম চৌধুরীর নিজস্ব নেটওয়ার্ক এবং ওয়েবসাইট থেকে এই বইটি সংগ্রহ করতে পারবেন।

যোগাযোগ করুন ফোন হোয়াটস্যাপ বা SMS এর মাধ্যমে

(+91 India) 9163111390

[www.bikramchoudhury.org]

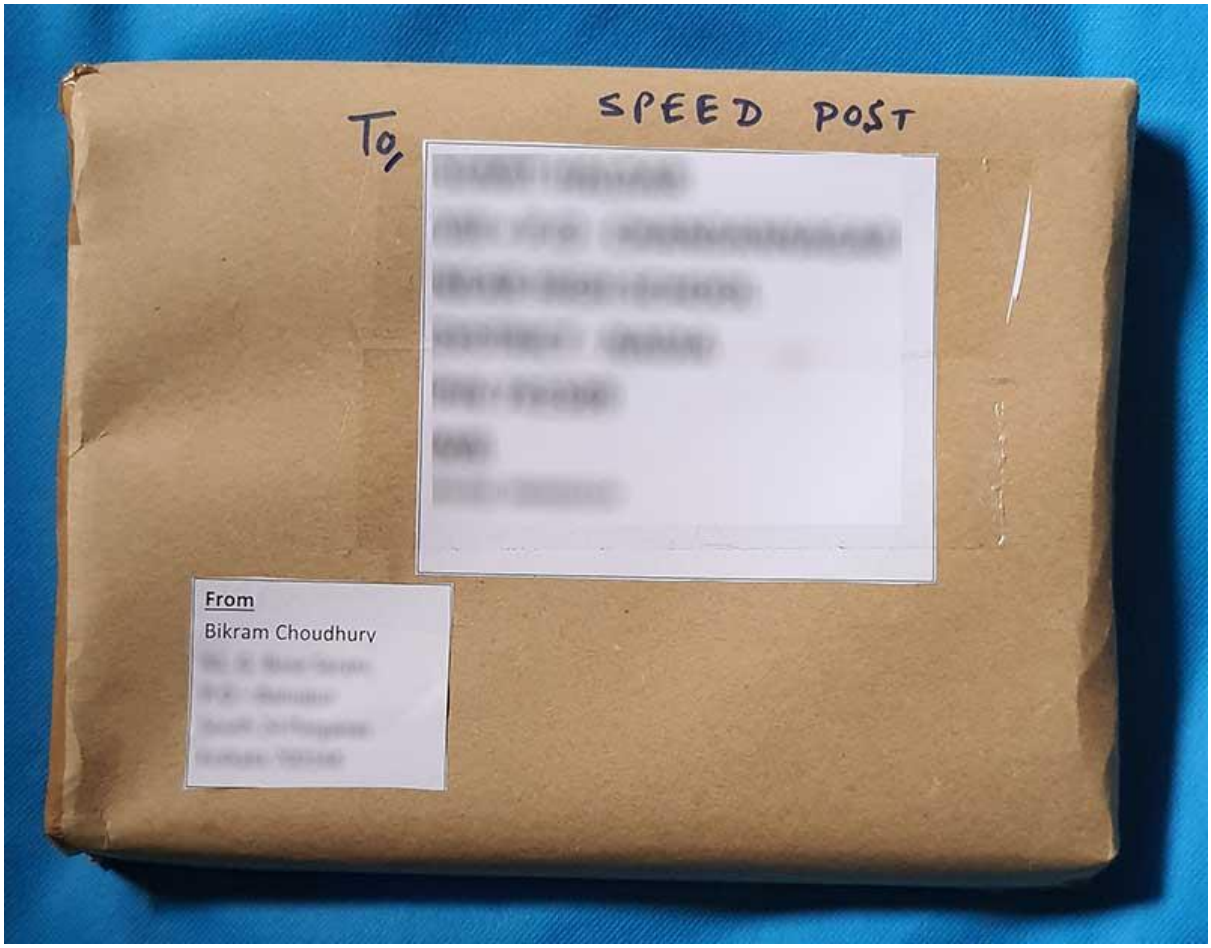

এই বইটি কিনলে বিক্রম চৌধুরীর শেয়ার ট্রেডিং কোর্সের উপর বিশেষ ছাড় পাবেন। এরকম প্যাকেটে বইটি ডেলিভারি হয়। এই বইয়ের কোনো সফট কপি বিক্রি হয় না।

**** বাইরে কোথাও এই বইটি পাবেন না।**

Contact (+91) 9163111390 to buy this Bengali book – Share Trading Candlestick Chart o Technical Analysis, 2nd Edition written and published by Bikram Choudhury